ডিকেন্‌স্‌-এর গল্প

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি, কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং তারা প্রেস, ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীননীগোপাল সিংহ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ডেভিড কপারফীল্ড্

[চার্লস্ ডিকেন্স্ ইংরাজী-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ঔপন্যাসিক। আমাদের দেশের এক বঙ্কিমচন্দ্রকে এঁর সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায়, তা ছাড়া আজ অবধি আমাদের দেশে এমন কোনও ঔপন্যাসিক জন্মাননি যাঁকে মনে ক'রে ডিকেন্সের ক্ষমতার কথা বুঝতে পারবে। অন্য কোন দেশেও এতখানি ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিক আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

ডিকেন্স্-এর উপন্যাসের মধ্যে ডেভিড্ কপারফীল্ড্ই শ্রেষ্ঠ, একথা আরও অনেক সমালোচকের সঙ্গে ডিকেন্স্ নিজেও মেনে নিয়েছিলেন। এর সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলবার আছে এই যে বইটির প্রথম দিকে ডিকেন্স্-এর নিজের জীবনেরও খানিকটা ছায়া আসে। ডিকেন্স্-এর বাবা ছিলেন অত্যন্ত উড়নচণ্ডে, তার জন্য সমস্ত বাল্যকাল তাঁর কেটেছিল অতিরিক্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে। বাল্যকালেই চাক্‌রীতে ঢুকতে হয়েছিল তাঁকে, যদিও সে চাক্‌রী তিনি বেশীদিন করেননি। ভগবান যাঁর ললাটে সাহিত্যিক যশের রাজতিলক এঁকে দিয়ে

পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন, তিনি সামান্য চাকরী ক'রে দু-চার শিলিং উপার্জ্জন করবেন কেন ?

ডিকেন্‌স্‌ প্রথম সাহিত্যজগতে ঢুকেছিলেন ছদ্ম পরিচয়ে; 'বজ' এই নামে গুটী-কতক ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনা লিখে একটু নাম ক'রে নিয়েছিলেন, অর্থও কিছু হয়েছিল। তারপর এক কাগজের মালিক তাঁকে ডেকে বললেন, কোন এক বিখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্রকরের ছবির বিষয়-বস্তু জোগাতে হবে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিক ভাবে! ব্যাস্‌—শুরু হ'ল তাঁর বিজয় যাত্রা!

'পিক্‌উইক্‌ পেপার্‌স্‌' ব'লে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বইটি এই উপলক্ষেই বেরোতে শুরু হ'ল; যে ব্যঙ্গ-চিত্রকরের জন্য তাঁর লেখার কথা, তিনি সত্রপাতেই মারা গেলেন কিন্তু তখন দেখা গেল ছবিটা তুচ্ছ—রচনাটাই বড়। বিদ্যুৎবেগে ডিকেন্‌স্‌-এর খ্যাতি দেশে ছড়িয়ে পড়ল; ক্রমে দেশ ছেড়ে বিদেশে। যশ ও অর্থ নানা দিক দিয়ে, নানা পথ বেয়ে আসতে লাগল। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে নিজের রচনা নিজে আবৃত্তি ক'রেই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন।

ডিকেন্‌স্‌-এর বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য জীবনের কথা এরপর তোমরা ভাল ক'রে পড়ে দেখো, আমি এখন ডেভিড কপারফীল্‌ডের গল্পটা শুরু ক'রে দিই—]

ডেভিড কপারফীল্‌ড্‌ জন্মাবার আগেই ওর বাবা মারা

গেলেন। ভদ্রলোক নিরীহ গোছের মানুষ ছিলেন, ডেভিডের মা-ও ছিলেন নিতান্ত সরল এবং ছেলে মানুষ। যাই হোক্— ডেভিডের বাবা পয়সা-কড়ি, প্রচুর না হ'লেও যথেস্ট রেখে গিয়েছিলেন ব'লে প্রথমটা কোনও অসুবিধা হয়নি, অনেক দিনের বিশ্বাসী ঝি পেগটীকে নিয়ে তিনি সেই বাড়ীতেই রইলেন এবং যথাসময়ে ডেভিডও জন্মাল।

ডেভিডের জন্মদিনের সবচেয়ে বিস্ময়-কর এবং স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে তার ঠাকু'মার আকস্মিক আগমন এবং অন্তর্দ্ধান! এই ঠাকু'মাটি হচ্ছেন তার বাপের মাসী, এঁরও ধনী ব'লে একটা খ্যাতি ছিল! ডেভিডের বাবা ডেভিডের মা ক্লারাকে বিয়ে করায় তিনি এত চটে গিয়েছিলেন যে তারপর থেকে এতদিনের মধ্যে আর কোনও খোঁজ-খবরই করেননি! ক্লারা অত্যন্ত ছেলে মানুষ এবং সংসারে অনভিজ্ঞা ব'লেই তাঁর এই উষ্মা, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ওরকম 'বিবি পুতুল'কে বিয়ে ক'রলে মানুষের জীবনে বিড়ম্বনার অবধি থাকে না।...কিন্তু ডেভিডের জন্মদিনে কোথা থেকে খবর পেয়ে তিনি হুস্ ক'রে এসে হাজির হলেন এবং ক্লারাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, যে চিন্তার কোনও কারণ নেই, তাঁর নিশ্চয়ই মেয়ে হবে, আর সে মেয়েকে মানুষ করার ভার তার ঠাকু'মারই। এমন কি সে মেয়ের যে তাঁরই নামানুসারে বেটসী নাম রাখা হবে, তা পর্য্যন্ত তিনি স্থির ক'রে ফেললেন।

কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা, যথা-সময়ে ক্লারা পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন! যে ডাক্তার এসেছিলেন প্রসব করাতে, তিনি তাড়াতাড়ি এই আনন্দ সংবাদ ডেভিডের ঠাকু'মাকে দিতে গেলেন, কিন্তু পুরস্কার যা পেলেন, একেবারে অপ্রত্যাশিত—। ডেভিডের ঠাকু'মা উঠে দাঁড়িয়ে সোজা একটি চড় বসিয়ে দিলেন ডাক্তারের গালে, তারপর নিজের টুপী আর শাল নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন! ক্লারার অমার্জ্জনীয় অপরাধ (অর্থাৎ কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রের জন্মদান করা) তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

যদিও পরবর্ত্তী জীবনে তাকে এই হটকারিতার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ ক'রতে হয়েছিল।

ডেভিড বড় হ'ল। বছর পাঁচ-ছয় বয়স অবধি তার এক রকম সুখেই কাটল! মায়ের আর পেগটীর আদরে সে ভাল ক'রেই মানুষ হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ দুষ্টগ্রহের মত এসে জুটল মার্ডস্টোন আর তার বোন জেন। এই দুটি ভাইবোনের পেশা ছিল অত্যন্ত পৈশাচিক। কোথাও কোনও পয়সাওয়ালা অথচ অভিভাবকহীন-মেয়ে দেখলেই মার্ডস্টোন সেখানে গিয়ে হাজির হ'ত—তারপর যেমন ক'রে হোক ফুস্‌লে-ফাসলে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে তারপর দুজনে মিলে এমন ভাবে তার জীবন দুর্ব্বহ

ক'রে তুলত যে হয় সে মেয়েটি আত্মহত্যা ক'রত, নয়ত এম্‌নিই ভয়ে শুকিয়ে মরত।

এ-হেন মার্ডস্টোন ক্লারার সন্ধান পেলে এবং এমন ভাবে তাঁকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিলে যে ক্লারা একদিন সবা·কে লুকিয়ে মার্ডস্টোনকে বিয়ে ক'রে বসলেন। পেগটী মার্ডস্টোনকে গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কিন্তু ক্লারা কারও কথাই শুনলেন না, আর সে কথা-না-শোনার ফলও পেলেন হাতে হাতেই। মার্ডস্টোন এসেই বললে, তুমি ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই বোঝনা; অনেক পয়সা অপচয় হয়। তার চেয়ে বরং আমার বোন জেনকে খবর দিই, সে এসে দিন-কতক সংসারের ভার নিক্—।

বলা-বাহুল্য ক্লারা তৎক্ষণাৎ রাজী হ'লেন। জেন এসেই সংসারের যাবতীয় ভার নিজের হাতে নিয়ে নিলে এবং কিছু-দিনের মধ্যেই দুই ভাই বোন নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রলে। ক্লারার নিজের বাড়ী আর নিজের সংসারে কোন কর্ত্তৃত্বই রইল না; তিনি একটি কথা কইতে গেলেই স্বামী আর ননদ এমন ধমক দিত যে বেচারী ভয়ে একটি কথাও বলতে পারতেন না, তা-ছাড়া জেনের চোহারাও এত উগ্র ছিল যে শুধু সেদিকে চাইলেই ওঁর বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠত।

ডেভিডের ওপর যে অত্যাচার শুরু হ'ল, তাও অকথ্য। সেটা আরম্ভ হ'ল ওকে মানুষ করবার নাম ক'রে—পড়াশুনো

নাকি তার মোটেই হচ্ছেনা, অত্যধিক আদরে নাকি সে একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে; অতএব এখন থেকে তাকে রীতিমত শাসন করা দরকার।

ডেভিড বেচারা সত্যি-সত্যিই ছেলেবেলা থেকে আদরের মধ্যে মানুষ হয়েছে। সে হঠাৎ এই নর-দানব দুটির শাসনে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেল; পড়া সে মন দিয়েই তৈরী করে কিন্তু পড়া দেবার সময় মার্ডস্টোনের রক্ত-চক্ষুর দিকে চেয়ে সব ভুলে যায়। ফলে প্রহার। তার ওপর খেলাধূলো সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, ভাল ঘর থেকে একটা জঘন্য ছোট ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা হ'ল এবং সবচেয়ে কঠিন যে শাস্তি তাকে দেওয়া হ'ল সেটা হচ্ছে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ ক'রে দেওয়া। ক্লারাকে বলা হ'ল যে তা নইলে তাঁর ছেলের মানুষ হবার কোন আশা নেই।

আর পেগটী, যদিও ওদের কাজে বাধা দিতে পারত না তবুও সে যে ওদের দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা মার্ডস্টোনরা জানত, সুতরাং সে থাকলে ক্লারা বা ডেভিডের একটা অবলম্বন বজায় থাকবে এই মনে ক'রে তাকেও তাড়াবার জন্যে ওরা নানারকম চেষ্টা করছিল কিন্তু পেগটী সমস্ত অত্যাচার সহ্য ক'রেও পড়ে ছিল শুধু ডেভিডের মুখ চেয়ে। যদিচ শেষ পর্য্যন্ত ডেভিডকেই তাড়ানো হ'ল। কেমন ক'রে তাই বলি—

কথায় আছে গর্ত্তের ব্যাং-ও বেশী খোঁচালে কোঁক্ ক'রে ওঠে।

ডেভিডেরও তাই হ'ল—একদিন অকারণে অতিরিক্ত মার খেয়ে ছ'বছরের বালকও ক্ষেপে উঠে মার্ডস্টোনের হাতে দিল এক প্রকাণ্ড কামড় বসিয়ে!

তার পরের কথাটা তোমাদের না বললেও বোধ হয় অনুমান করতে পারবে। একটা ঘরের দোর বন্ধ ক'রে মার্ডস্টোন বেত-মেরে বালক ডেভিডকে প্রায় আধমরা ক'রলে, তারপর সেই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাতেই অনাহারে তাকে সেই ঘরে চাবী বন্ধ ক'রে রেখে দিল। সে চাবী ক্লারা বা পেগটী কাউকে দেওয়া হ'ল না, পাছে কেউ তাকে লুকিয়ে কিছু খেতে দেয় এবং পত্র-পাঠ এক বোর্ডিং হাউসের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ডেভিডকে সেই বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! মার্ডস্টোন অবশ্য বিশেষ খোঁজ ক'রে সেই বোর্ডিং হাউসেরই ব্যবস্থা করেছিল, যেখানে ছেলেদের ওপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করা হ'ত! ক্লারার বুকের ভেতর হাহাকার ক'রে উঠল, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না; চোখের জল বুকে চেপে রেখে তিনি আর পেগটী ডেভিডকে বিদায় দিলেন। এমন কি বিদায়ের আগেও তাঁকে বেশীক্ষণ ডেভিডের কাছে থাকতে দেওয়া হ'ল না; ছেলেকে চিরজীবনের মত বিদায় দিতে হ'ল—দুই জোড়া নিষ্ঠুর চোখের সামনে!

শুধু তাই নয়, ডেভিড স্কুলে পৌঁছে শুনলে যে সে আসবার আগেই তার দুষ্কৃতির ইতিহাস সেখানে পৌঁছে গেছে।

সেখানকার কর্তা কিছুদিনের জন্য ওর পিঠের ওপর একটা বড় বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন, তাতে লেখা রইল—

"সাবধান ! কামড়ে দেবে !"

ছোট ছেলে, বিশেষ ক'রে স্কুলের এবং বোর্ডিং-এর ছেলের কাছে এ অপমান যে কতদূর অসহ্য, তা আর আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না, তোমরা নিজেরাই অনুভব ক'রতে পারবে। মার্ডস্টোন এই দুঃসহ শাস্তি ছেলেটির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিজের হাত-কামড়ে নেওয়ার প্রতিশোধ নিলে !

কিন্তু এখানে বেশীদিন ডেভিডকে থাকতে হ'ল না ! মাস-কতক পরেই সংবাদ এল যে ক্লারা একটি কন্যা প্রসব ক'রতে গিয়ে মারা গেছেন। মায়ের শোকে ডেভিডের বুক ভেঙ্গে গেল এবং সব চেয়ে বড় আতঙ্ক হ'ল যে সে দাঁড়াবে কোথায় ? যাই হোক্—সৎকারের সময় তাকে যেতেই হ'ল আর সেখানে পৌঁছে শুনলে যে তাকে পড়াবার বাজে খরচ তাঁরা আর করবেন না—স্কুলে তাকে আর ফিরে যেতে হবে না।

কিছুদিন ডেভিড চুপ-চাপ বসেই রইল। ও মরে গেলেই অবশ্য মার্ডস্টোনদের সুবিধা হ'ত—ক্লারার বিষয়টা ওরা নিষ্কণ্টকে ভোগ ক'রতে পেত, কিন্তু সোজাসুজি খুন করাত আর যায় না—তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না, সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও ঐ 'দুচোখের বিষ'টিকে সহ্য ক'রতে হ'ত। শেষ পর্য্যন্ত মার্ডস্টোন

স্থির করলে যে ওকে এক কারখানায় শিক্ষানবিশা ক'রতে পাঠানো হবে। সেখানে কিছু কিছু হাত খরচা-ত পাবেই, তার ওপর আর সামান্য কিছু দিলেই ডেভিডের খরচা চ'লে যাবে। সেই মত ব্যবস্থা করা হ'ল এবং যে শহরে সেই কারখানা. সেই শহরেই মিকবার ব'লে একটি লোকের কাছে ওর খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হ'ল।

মিকবার লোকটি ভাল—কিন্তু অত্যন্ত উড়ানচণ্ডে গোছের লোক ছিল। তার ওপর সংসারও বৃহৎ, সুতরাং দেনা এবং অশান্তি লোকটির আর ঘুচত না! কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, অসৎ-সঙ্গ, আর ঘরের এই অশান্তি, সাত বছরের ছেলে ডেভিড সহ্য ক'রতে পারলে না, ভেবে ভেবে, একদিন সে মরিয়া হয়ে নিজের জিনিষপত্র নিয়ে তার সেই ঠাকু'মার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল, যে ঠাকু'মা তাকে তার জন্মদিনে শুধু বেটা-ছেলে হয়ে জন্মাবার অপরাধে ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন!

কোথায় কোন দেশ, সে কিছুই জানত না—শুধু জানত যে ডোভারের কাছাকাছি কোথায় তিনি থাকেন।

কিন্তু ভগবানের কাছে তখনও তার দুঃখের পরীক্ষা বোধ-করি বাকী ছিল, তাই তার যাত্রার প্রারম্ভেই তার বাক্সটি একটা মুটে চুরি ক'রে পালাল। আর তাইতেই ছিল তার অতি কষ্টে জমানো সামান্য টাকা-পয়সা। সুতরাং সেই দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না: খাবার

পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না, পরে এক জায়গায় নিজের কোট বিক্রী ক'রে তারই পয়সায় (তাও ছেলে-মানুষ দেখে সে লোকটি সামান্য পয়সাতেই জামাটা কিনে নিলে) রোজ একটুখানি ক'রে রুটী আর জল মাত্র খেয়ে ডেভিড্‌ একদিন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ডোভারে পৌঁছল এবং অনেক কষ্টে ঠাকু'মার বাড়ী খুঁজে বার করলে।

দীর্ঘ দিন পথ চলায় পা ক্ষত-বিক্ষত; অনশনে দেহ শীর্ণ; মুখ শুষ্ক, ছিন্নবেশ—এই অবস্থায় সে বেট্‌সী ট্রটউডের সামনে হাজির হয়ে বললে, ঠাকু'মা আমি এসেছি !

চোখ প্রায় তাঁর কপালে ওঠবার জোগাড় !

তীক্ষ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে, কে তুমি ?

ভয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়ে ডেভিড্‌ কোন রকমে ব'লে ফেললে, আমি ডেভিড্‌ কপারফীল্‌ড্‌, আপনার নাতি !

কিছুক্ষণ তিনি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন, তারপর ওকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে একেবারে বাথরুমে হাজির হলেন। বেশ ক'রে গরম জলে ওকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দিলেন এবং কতকগুলো গরম জামা কাপড় জড়িয়ে ওকে শুইয়ে দিলেন।

ডেভিড্‌ নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ ওর ঠাকু'মার বাইরেটা খুব কঠিন হ'লেও আসলে মনটি যে ছিল অত্যন্ত স্নেহ-কোমল, এ পরিচয় সে প্রথম দিনটিতেই পেয়েছিল। বুঝেছিল যে এ আশ্রয় তার নিরাপদ।

কিন্তু ডেভিড্‌ যত সহজে নিশ্চিন্ত হ'ল, মার্ডস্টোন আর জেন তত সহজে হ'তে পারলে না! তারা এই সংবাদ পেয়েই দুজনে এসে পড়ল এবং ডেভিডকে দাবী করলে। তাদের ভয় হ'ল যে বুড়ী হয়ত নালিশ ক'রে ডেভিডের মায়ের বিষয় আদায় করবেন।

ডেভিডের ঠাকু'মা বেট্‌সী ইতিমধ্যে ডেভিডের মায়ের শোচনীয় দুর্গতির কথা সবই শুনেছিলেন আর সে জন্য তাঁর অনুতাপেরও সীমা ছিল না; তিনি যদি ডেভিডের জন্মদিনে তাঁর একটা সামান্য খেয়ালের জন্য অমনভাবে ক্লারাকে ত্যাগ ক'রে না আসতেন, তাহ'লে মার্ডষ্টোনও এসে জুটতে পারত না আর ক্লারারও অকাল মৃত্যু হ'ত না। সুতরাং তিনি মার্ডষ্টোনদের ওপর চ'টে আগুন হয়ে ছিলেন—এক রকম তাদের গলা ধাক্কা দিয়েই দূর ক'রে দিলেন। ডেভিডের বড় ফাঁড়াটা কেটে গেল।

বেট্‌সী তখন ডেভিডকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। বাড়ীতে থাকলে অসুবিধা হবে ব'লে তাঁর উকীল ডইকফীল্ডের বাড়ীতে ওর থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। আর ডক্টর স্ট্রং'এর স্কুলে ও লেখা-পড়া শিখতে লাগল।

বছর কতক লেখাপড়া শেখবার পর ডেভিড আইন পড়তে লাগল। এ্যাটর্ণীর কাজ শিখতে হ'লে কিছুদিন কোনও এ্যাটর্ণীর অফিসে শিক্ষানবিশী ক'রতে হয়—এই হ'ল নিয়ম।

এইভাবে শিক্ষানবীশ ক'রে রাখবার জন্য এ্যাটর্ণীরা অনেক টাকা 'ফি' নেন্।

ডেভিডকে ওর ঠাকু'মা ফির টাকা দিয়ে শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে একটা গণ্ডগোল বাধল। বেট্‌সীর সব টাকাই থাকত তাঁর উকীল উইক্‌ফীল্ডের জিম্মায়—তিনিই টাকাটা খাটিয়ে সুদটা বেট্‌সীকে দিতেন। এইভাবেই বহুকাল চলে আসছিল, কখনও কোন গণ্ডগোল হয়নি। কিন্তু ইদানীং উইক্‌ফীল্ড বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় তাঁর কর্ম্মচারী উরিয়া হাপ্ দু'হাতে টাকা চুরী ক'রতে শুরু করেছিল—ফলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল সব ফাঁক, উইকফীল্ড দেউলে হয়েছেন!

এর পরে অবশ্য ডেভিড্ মিকবার ব'লে উরিয়াই এক কর্ম্মচারার (এ সেই মিকবার—ছেলেবেলায় ডেভিড যাঁর বাড়ীতে ছিল এবং অযথা ব্যয় করার জন্য যিনি এতই বিখ্যাত, যে আজও লোকে উড়নচণ্ডে লোকগুলোর সঙ্গে মিকবারের তুলনা দেয়) সাহায্যে উরিয়াকে শাস্তি দিয়ে ওদের অধিকাংশ টাকাই উদ্ধার ক'রতে পেরেছিল, কিন্তু তখনকার মত এই ব্যাপারে ওকে অনেক বেগ পেতে হ'ল। এমন কি ডেভিডকে সকালে-বিকালে ছোট-খাট একটা চাকরীও জোগাড় ক'রে নিতে হ'ল!

এই সময়ে, যে এ্যাটর্ণীর কাছে ও আইন শিখছিল সেই

এ্যাটর্ণী মারা গেলেন—ফলে সে অফিসও উঠে যাবার যোগাড় হ'ল। এই সব নানা কারণে ডেভিড আইন ছেড়ে কাগজে গল্প লিখে অন্ন সংস্থান করবার চেষ্টা দেখলে এবং সেদিকে ওর কিছু সুবিধাও হ'ল। শিগ্‌গিরই বড় সাহিত্যিক ব'লে চারিদিকে ডেভিডের যশ ছড়িয়ে পড়ল। টাকাও ঢের পেতে লাগল।

ঐ এ্যাটর্ণীরই মেয়ে ডোরাকে ডেভিড প্রথম বিয়ে করেছিল কিন্তু ডোরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। বছর কতক পরে আবার উইকফীল্ডের মেয়ে এ্যাগনিসকে বিয়ে ক'রে ডেভিড সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'রতে লাগল।

ওল্‌ড্‌ কিউরিওসিটী শপ্‌

নানারকমের খুচরো সৌখীন জিনিষ নিয়ে যাদের কারবার সেইসব দোকানকে বলে কিউরিওসিটী শপ্‌। কিউরিও (curio) মানে বিচিত্র—অদ্ভুত সব জিনিস, সেই দোকানে পাওয়া যায়। যা দেখতে আমাদের কৌতুহল হয়, যা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না, এম্‌নি সব জিনিস! আমাদের দেশেও এরকম দোকান ঢের আছে—হয়ত তোমারা দেখেও থাকবে! পেতলের চীনে বুদ্ধমূর্ত্তি, পুরানো তুর্কি গালিচা, মিশরের তৈরী হয়ত পাথরের খেলনা—নানাবর্ণের, নানা দেশের বিচিত্র সব জিনিস, যাদের পয়সা আছে তারা সখ ক'রে কেনে, যাদের যথেস্ট নেই তারা চেয়ে থাকে, কিম্বা দর করে।

অনেকদিন আগে বিলেতে এম্‌নি একটা দোকান ছিল। তার বৃদ্ধ মালিক আর তাঁর নাত্‌নী নেলী ঐ দোকানেরই ওপর তলায় বাস ক'রতেন। বাড়ীটা নিজের—দোকানেরও আয় খুব মন্দ ছিল না, সুতরাং দুটি প্রাণীর ভালই চলবার কথা, কিন্তু বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়লেন। তবে তার আগে বৃদ্ধের পারিবারিক ইতিহাস কিছু বলা দরকার।

নেলীর দাদামশাইরা ছিলেন দুই ভাই। তাঁরা দুজনেই

একটি মেয়েকে ভালবাসতেন, দুজনেই চেয়েছিলেন তাকে বিয়ে ক'রতে! তাই মেয়েটি যখন ওদের মধ্যে বড় ভাই অর্থাৎ নেলির দাদামশাইকে বিয়ে করলেন, তখন ছোট ভাই-এর মনে এত আঘাত লাগল যে তিনি হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না ব'লে, বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। অনেক খোঁজ খবর ক'রেও তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না, কেউ বললে তিনি আমেরিকায় গেছেন, কেউ বললে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে চাষবাস করছেন।

যাই হোক—বড় ভাই বিয়ে-থা' ক'রে সংসার পাতলেন, কিন্তু বেশি-দিন তাঁর সে সুখ সইল না! একটি মেয়ে হ'বার অল্প কয়েকদিন পরেই নেলির দিদিমা মারা গেলেন। ওর দাদামশাইয়ের খুবই কষ্ট হ'লো কিন্তু মেয়ের মুখ চেয়ে তাও সামলে নিলেন! সেই স্ত্রীরই শেষ চিহ্ন মনে ক'রে, বলতে গেলে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে, মেয়েকে মানুষ ক'রে তুললেন!

কিন্তু সুখ যার অদৃষ্টে নেই সে বারবার আঘাত পায়। মেয়েটি বড় হ'য়ে যাকে বিয়ে করলে, বিয়ের পর দেখা গেল যে সে লোকটা মহা পাজী। মেয়েটির দুঃখের সীমা রইল না। স্বামী মাতাল, স্বামী বদমাইস, কিন্তু তবুও নেলির মা তাকে ভালবাসত, তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ কষ্ট অনশনে তার দেহ ভেঙ্গে গেল; একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে বাপের কোলে তুলে দিয়ে সেও একদিন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা ক'রলে।

উপর্য্যুপরি এই আঘাতে বুড়োর বুক ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তবু তারই ছেলে-মেয়ে, এই ভেবে আবারও বুক বাঁধলেন। মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন নাতি-নাত্নী ছুটিকে। নাত্নীটি হ'ল তার মায়ের মতই লক্ষ্মী ও সেবাপরায়না; কিন্তু ছেলেটি একেবারে বাপের মত হয়ে উঠল। কুসঙ্গে মিশে নানা রকমে পয়সা-কড়ি ওড়াতে লাগল। দাদামশাই ওকে সৎপথে আনবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সব বৃথা হ'ল। বহুদিন ওর অত্যাচার সহ্য ক'রে শেষে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার ছিল না, মাঝে মাঝে এসে নেলিকে কেড়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে কিছু-কিছু আদায় ক'রে নিয়ে যেত। তার বিশ্বাস ছিল বুড়োর হাতে বিলক্ষণ দু'পয়সা আছে। তা-ছাড়া নেলীকে ছেড়ে তিনি নিশ্চয়ই থাক্তে পারবেন না, সেই ভয়ে যেখান থেকে হোক্ টাকা জোগাড় ক'রে দেবেনই।

এই সব নানাকারণে বুড়োর মাথা গেল একেবারেই খারাপ হ'য়ে। স্ত্রী ও মেয়ের প্রতি যা কিছু ভালবাসা, সব গিয়ে জমা হয়েছিল ঐ মেয়েটির ওপর। পাছে তিনি মারা গেলে মেয়েটি কষ্ট পায় এই হ'ল তাঁর ভাবনা। অবশ্য সত্যি-সত্যিই তাঁর হাতে যা টাকা ছিল, তাছাড়া দোকান এবং বাড়ী এইগুলোই সব যদি নেলির জন্য রেখে যেতেন তাহ'লে তার গ্রাসাচ্ছাদন নিশ্চয়ই চল্‌ত, কিন্তু তিনি তাতে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। বিশেষ ক'রে তাঁর অত আদরের নেলি কোন রকমে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন চালাবে,

এ চিন্তা হ'ল তাঁর অসহ্য। নেলি ঐ বড়লোকের মেয়েদের মত গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াতে পারবে না, ভাল ভাল খাবার ইচ্ছামত খেতে পারবে না, কিম্বা দামী রেশম কি সাটিনের পোষাক পরতে পারবে না, এ কথা কল্পনা ক'রতেও তাঁর রীতিমত কষ্ট হ'ত।

ভাবতে ভাবতে শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি এক সাংঘাতিক পথ বেছে নিলেন বড়লোক হবার—লক্ষ্মীকে কামনা ক'রে সর্ব্বনাশের পথ বেয়ে চললেন অলক্ষ্মীর সাধনায়—জুয়া খেলা ধরলেন!

ব্যস্‌ !!

ফল যা হবার তাই হ'ল—

নগদ টাকা গেল, বাড়ী বাঁধা পড়ল, ঋণের ওপর ঋণ বেড়ে চলল। আর ঋণ হ'তে লাগল কুইলিপ ব'লে এক সর্ব্বনেশে বামনের কাছে, সে যেমন অর্থ-পিশাচ, তেমনি চক্ষুলজ্জাহীন। তার কাছে দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতা শব্দগুলো ছিল সম্পূর্ণ অর্থহীন, পয়সার জন্য সে নিজের স্ত্রীকেও জেলে দিতে পারত। শুধু তাই নয়, অকারণে মানুষকে পীড়ন ক'রে সে বিমল আনন্দ পেত।

নেলির দাদামশায়ের বড়লোক ব'লে যে খ্যাতি ছিল, সেই খ্যাতিতে ভুলে কুইলিপ প্রথমে বিনা আপত্তিতে টাকা ধার দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি টাকা ধার চাওয়াতে তার সন্দেহ হ'ল—একদিন বৃদ্ধের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখতে পেলে নেলিকে একলা খালি-বাড়ীতে রেখে তিনি জুয়ার আড্ডায়

যান, এবং সেখানে সারারাত কাটিয়ে যখন বাড়ী আসেন, তখন তার কাছ থেকে বেশী-সুদে-ধার-করা টাকার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

কুইলিপ বুঝতে পারলে যে, যখন জুয়াখেলার নেশা ওঁকে পেয়ে ব'সেছে, তখন আর টাকা ধার দেওয়া নিরাপদ নয়—সে আদালতে গোপনে নালিশ ক'রে একদিন ওর দোকান আর বাড়ী ক্রোক ক'রলে। বৃদ্ধ এ আঘাত সামলাতে পারলেন না, কিছুদিন প্রবল জ্বর আর বিকারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রইলেন, তারপর যখন সুস্থ হ'য়ে উঠলেন, তখন তাঁর মাথা একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে—

কিন্তু কুইলিপের চড়া-সুদের টাকা তাতেও আদায় হয়নি, সে তখনও সেই বাড়ীতে চড়াও হ'য়ে বসে আছে। তার বিশ্বাস যে বুড়োর আরও কিছু সম্পত্তি নিশ্চয় লুকোনো আছে (এমন ক'রে কি সত্যিই কেউ সর্ব্বস্বান্ত হ'তে পারে?)—বৃদ্ধকে পীড়ন ক'রলেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

নেলি কিন্তু এই বিপদের মধ্যে একটুও বিচলিত হয়নি। সে প্রাণপণে দাদামশাইকে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুললে, অর্দ্ধোন্মাদ দাদামশাইকে নানারকমে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে—কিন্তু তার প্রধান দুর্ভাবনা হ'ল যে কুইলিপের কবল থেকে কী ক'রে এই বৃদ্ধ শিশুকে রক্ষা ক'রবে। যাই হোক—শেষ পর্য্যন্ত এক-

দিন গভীর রাত্রে সে এক সুযোগে দাদামশাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তাঁকে বুঝিয়ে বললে যে বাইরে গেলে যেমন ক'রে হোক্ অন্নসংস্থান হবেই—কিন্তু এখানে থাকলে আর রক্ষা নেই।

বাকী রাতটুকু প্রাণপণে হেঁটে তারা শহরের বাইরে এসে পৌঁছল। কুইলিপকে নেলি যমের মত ভয় ক'রত, পাছে সে খোঁজ ক'রে তাদের সন্ধান পায়,। এই ভয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে ঝোপ-ঝাড়, নির্জ্জন বনের মধ্য দিয়ে দাদামশাইকে নিয়ে পালিয়ে চলল। লোক-জনকে জিগ্যেস্ করে লণ্ডনের পথ কোন্ দিকে, তারা যে পথ দেখিয়ে দেয়, তার উল্‌টো দিকে ওরা হাঁটে! যেমন ক'রে হোক—দূরে যেতে হবে, শহর ছেড়ে বহু দূরে, অন্য কোথাও—যেখানে নৃশংস কুইলিপ তাদের সন্ধান পাবে না!

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, কুইলিপের ভয় কম্‌তে লাগল বটে, আর একটা বড় ভয় বাড়ল। খাবে কি? সামান্য যা পয়সা যাত্রা করবার সময় নেলির কাছে ছিল, তা দুই-দিনেই ফুরিয়ে এল। তার উন্মাদ দাদামশাই-ত কিছুই করেন না, শুধু ব'সে খান আর যথাসময়ে খাবার না পেলে অনুযোগ করেন; সমস্ত ভার ঐ শিশুর ওপর। সে ভিক্ষা শুরু করলে, কিন্তু ভিক্ষার কৌশল জানা ছিল না ব'লে সামান্যই পেত—তাইতে কোনও রকমে রুটি কিনে দাদামশাইকে খাওয়াত, আর তাঁরই ভবিষ্যতের আহারের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখত, নিজে ভরসা ক'রে খেতেও পারত না—পাছে দাদামশাইকে পরের দিন কিছু

না দিতে পারে! সে নিজে সারাদিনে যা খেত তা তার একবেলার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এম্‌নি ক'রে অনশনে আর অর্দ্ধাশনে ফুলের মত কোমল মেয়েটি শুকিয়ে উঠতে লাগল।

এধারে কুইলিপ ওদের জন্য সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে। কারণ তার ধারণা যে বুড়োর হাতে এখনও ঢের টাকা আছে, আর সেই টাকা নিয়েই সে পালিয়েছে। সুতরাং যদি কোনও রকমে বুড়োকে একবার ধরা যায় তা-হ'লে এখনও আইনত তার যা প্রাপ্য, তা আদায় করা যাবে। অবশ্য কুইলিপের যা ন্যায্য প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশীই সে আদায় ক'রে নিয়েছিল, কেননা সে একশ' টাকা ধার দিলে অন্তত পাঁচশ' টাকার খৎ লিখিয়ে নিত—কিন্তু তবুও অর্থলোভ কি যায় মানুষের? বিশেষ ক'রে কুইলিপের মত মানুষ।

আরও একটা ব্যাপারে কুইলিপের আশা হ'ল যে বুড়োকে ধরতে পারলে কিছু টাকা এখনও আদায় হবে।

নেলিরা পালাবার কিছুদিনের মধ্যেই কোথা থেকে এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে ওদের খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন। লোকটিকে দেখে আর তার চাল-চলনে তিনি যে বেশ পয়সাও'লা লোক তা বুঝে নিতে কুইলিপের একটুও দেরী লাগলনা, এবং এ-ও বুঝতে পারলে যে নেলিদের দুর্দ্দশার কথা শুনে তাঁর মনে রীতিমত আঘাত লেগেছে।

সে ভদ্রলোক যত রকমে সম্ভব নেলিদের সন্ধান জানবার চেষ্টা করতে' লাগলেন আর কুইলিপও প্রাণপণে ওদের খোঁজ নিতে লাগল। নবাগত ভদ্রলোকের ওপরও সে কড়া নজর রাখলে, কারণ হঠাৎ যদি তিনিই আগে খবর পেয়ে যান ত কুইলিপ তাঁরই পেছু পেছু গিয়ে হাজির হবে।

এই লোকটি যে কে তা কি তোমরা বুঝতে পারলে?

এ নেলির দাদামশাই-এর সেই ভাই, যিনি বহুদিন পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে দেশত্যাগ করেছিলেন। বিদেশে বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ফিরে এসেছেন, একদিন যার ভালবাসার জন্য দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন, তারই মেয়ে বা নাতনীকে নিয়ে আবার সংসার পাতবেন, এই আশায়। কিন্তু হায়! বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস—কয়েকটা দিনের জন্য সব ওলট-পালট্ হয়ে গেল। নেলি সামান্য উদরান্নের জন্য পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগল, আর বিপুল অর্থ তারই পথ চেয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল!

নেলির আর একটা দুঃখ বাড়ল। জুয়ার নেশা নাকি মানুষের কিছুতেই যায় না—তাই এত দুঃখে, ঘোর উন্মত্ততার মধ্যেও নেলির দাদামশাই সে নেশার হাত এড়াতে পারলেন না। তার সেই আচ্ছন্ন-চৈতন্যের মধ্যে তখনও আশা করছিলেন যে তিনি ঐ জুয়াখেলার দ্বারাই নেলির সুখসৌভাগ্যের ব্যবস্থা ক'রতে পারবেন।

অতি দুঃখ-দিনের জন্য একটিমাত্র মুদ্রা নেলি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। তিনি একদিন রাত্রে সেটিও অপহরণ ক'রে জুয়া খেলে এলেন। এক মোমের পুতুলওয়ালীর কাছে নেলি একটা চাকরী পেয়েছিল, সেখানে হয়ত বেশ আরামেই থাকতে পারত, কিন্তু সে আশ্রয়ও ওকে ছাড়তে হ'ল শুধু দাদামশাই'-এর ঐ ব্যাধির জন্য। সে যা কিছু মাইনে পেত তার দাদামশাই একরকম জোর ক'রেই কেড়ে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক জুয়ার আড্ডায় রাত্রে নষ্ট ক'রে আসতেন। কিন্তু সে আর কতটুকু? শেষকালে তাতে আর মন না উঠে যখন বৃদ্ধ তাদের আশ্রয়-দাত্রীর পয়সা চুরি করবার চেষ্টা করলেন তখন নেলি কুইলিপের ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে রাত্রে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল! কারণ অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা সে কি ক'রে সহ্য করে?

অথচ সে তার অসহায়, রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, অর্দ্ধোন্মাদ দাদা-মশাইকেই বা কি ক'রে শাসন করে? বিশেষ ক'রে তাঁর এ অর্থলোলুপতা, সে ত তারই জন্য!

এমনি ক'রে একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে এই অসহায় লোকটির গুরুভার বহন ক'রে ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু তবু সে তার শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, তার দাদামশাই-এর কাছ থেকে গোপন ক'রে নীরবে এই সুমহান্ আত্মত্যাগের তপস্যা ক'রে চল্‌ল।

এই পথচলার মধ্যেই একদিন এক গরীব স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে নেলির আলাপ হয়েছিল; তিনি ওদের সে সময়ে কিছু সাহায্যও করেছিলেন। অনেক দিন পরে ঘুরতে ঘুরতে নেলি আবার তাঁর দেখা পেলে! তিনিই চেষ্টা-চরিত্র ক'রে বৃদ্ধ আর তাঁর নাতনীর একটা আশ্রয় জুটিয়ে দিলেন! এক অতি প্রাচীনকালের গির্জ্জা, তারই রক্ষক হয়ে রইল এই দুটি প্রাণী। বৃদ্ধ নামে মাত্র চাকরী করেন, সামান্য যা কাজ তা নেলিই করে। অবসর সময়ে সেই বিরাট গির্জ্জা-ঘরের মধ্যে, নয়ত বাইরের বাগানে, অসংখ্য পুরাতন সমাধির মধ্যে সে ঘুরে বেড়ায়। দেহ এবং মনের সুগভীর ক্লান্তিতে তার পা যখন ভেঙ্গে আসে, তখন হয়ত কোনও সমাধির পাথরেই ঠেস্‌ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু এতদিনের অনাহার ও কৃচ্ছসাধনে নেলির দেহ ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল; এখানকার বিশ্রাম আর নিশ্চিন্ত আহার্য্যের মধ্যেও তা আর জোড়া লাগল না, ক্রমশ নেলির দেহে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলে। শুধু দেখাই দিলে না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই কালব্যাধি কে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিলে।

ভগবান যাকে মারেন, বোধকরি এমনি ক'রেই মারেন; তার সঙ্গে অদৃষ্ট এম্‌নি খেলাই করে!

নেলির দাদামশাইয়ের ভাই অজস্র অর্থব্যয় এবং প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ওদের সন্ধান পেয়ে যেদিন সেই গ্রামে এসে

উপস্থিত হলেন, সেইদিনই নেলি তার দাদামশায়ের ভার ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরই কাছে যাত্রা করেছে।

এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়—দুটো দিনের জন্য ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

নেলির শোকে তার দাদামশায়েরও তখন একেবারে উন্মাদ অবস্থা। তিনি কাউকে চিন্‌তে পারেন না, বিশ্বাসও করেন না যে নেলি মরেছে। এরা যখন সমাধি দেবার জন্য এগিয়ে যায়, তখন তিনি নেলির শবদেহ আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাকেন, চেঁচামেচি করেন। বহু কষ্টে যদি-বা নেলিকে সমাধি দেওয়া হ'ল—বুড়ো দাদামশাইকে কিছুতেই সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না। তিনি সেই গির্জ্জারই ঘরে-ঘরে নেলিকে খুঁজে বেড়ান, বাগানের মধ্যে গিয়ে তার পদধ্বনির আশায় কান পেতে থাকেন।

যাই হোক্‌ ভগবান শিগ্‌গিরই মুখ তুলে চাইলেন, যে পথে নেলি গেছে সেই পথেই তাঁকে টেনে নিলেন। একদিন সকালে দেখা গেল, নেলির সমাধির উপর তিনি মরে পড়ে আছেন।

যারা কিন্তু ওদের এম্‌নি কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল, ভগবান তাদেরও কম শাস্তি দেননি। কুইলিপকে আত্মহত্যা ক'রতে হ'ল—আর যে পাজী উকিলটা এদের ঘরবাড়ী দখল ক'রে

নেবার জন্য কুইলিপকে সাহায্য করেছিল, তাকেও নানাকারণে জেলে যেতে হ'ল!

ওল্ড্ কিউরিওসিটি শপের গল্পটা হ'ল সংক্ষেপে এই। কিন্তু এ ছাড়াও এর মধ্যে অনেক ছোটখাট ঘটনা আছে, যা এর মধ্যে বলা গেল না। আমি আশা করি যে তোমরা বড় হ'য়ে বইটি নিশ্চয় পড়বে এবং বুঝবে যে ডিকেন্স্ কী চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। যাদের কথা এতক্ষণ বললুম, সে ক'জন ছাড়াও এর মধ্যে মার্শিনেস্ ব'লে একটি ছোট মেয়ে আর ক্রিষ্টোফার ব'লে আর একটি ছোট ছেলের দেখা পাবে—তারা এত চমৎকার লোক যে বইটা পড়তে পড়তেই মনে হবে যে তুমি তাদের অনেককালের বন্ধু।

অলিভার টুইস্‌ট্‌

একটি মেয়েছেলে গর্ভবতী অবস্থায় পট হেঁটে যেতে যেতে একদিন পথের কষ্টে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। তখনই তাকে তুলে সেই গ্রামের অতুরালয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল বটে, কিন্তু মেয়েটিকে আর বাঁচানো গেল না। সেই অবস্থাতেই একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সে বেচারা মারা গেল।

ছেলেটির কি অবস্থা বুঝে দেখ! নাম নেই, গোত্র নেই, কার ছেলে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানা নেই; এঅবস্থায় ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এই কথা ভেবে ভেবে ত অনাথআশ্রমের কর্ত্তাদের মাথা গরম হ'য়ে উঠল। চারিদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল যদি তা দেখে কেউ এসে ছেলেটিকে দাবী করে এই ভরসায়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ছেলেটি ওঁদেরই ঘাড়ে চাপল।

তখন অগত্যা ওঁরা ঐ রকম নামগোত্রহীন আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে এক মাইনে-করা বুড়ী ধাত্রীর কাছে দিলেন মানুষ করার জন্য। কিন্তু শুধু-ত তাতেই হবে না, ছেলেটির নামও-ত একটা দিতে হবে? খেয়াল-খুশিমত তার নামকরণ করা হ'ল অলিভার টুইস্‌ট্‌।

ছেলেটি মানুষ হ'তে লাগল। মানুষ ত কত—নেহাৎ দুর্ভাগার প্রাণ, তাই বেঁচে রইল। যে স্ত্রীলোকটির হাতে এদের

মানুষ করবার ভার, সে দিব্যি ওদের খোরাক চুরি ক'রে পয়সা জমায় আর ওদের সিকিপেটা খাইয়ে রাখে। কিছু বলবার উপায় নেই, তাহ'লে মার খেয়ে শরীর আর আস্ত থাকবে না। কর্তারা যখন কেউ দেখতে আসতেন তখন একটু মেজে-ঘষে চক্চকে পোষাক পরিয়ে ওদের দেখানো হ'ত, হয়ত বা তাঁদের সামনে ভালমন্দ ছু-একটা জিনিস খেতেও দেওয়া হ'ত, কিন্তু তাঁরা চলে গেলেই আবার পুনর্মূষিক।

এইভাবে ধীরে ধীরে সাতটি বছর কেটে যাবার পর, অনাথ আশ্রমের কর্তারা ঠিক করলেন যে অলিভারকে আর বসিয়ে খাওয়ানো ঠিক নয়, ওকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া উচিত। এই ভেবে তাকে ওঁরা অনাথ-আশ্রমে আনিয়ে নিলেন এবং কী কাজ ওকে দেওয়া যেতে পারে, তাই আলোচনা করবার জন্য ঘন-ঘন মিটিং ডাকতে লাগলেন।

এধারে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থাটা আরও সাংঘাতিক; খরচা কমাতে কমাতে তখন ঠিক হয়েছিল যে ছবেলা ছ'বাটি বার্লি ছাড়া আর কিছুই খেতে দেওয়া হবে না। তাই খে... পরিশ্রম করা ত দূরের কথা একটা সুস্থ লোক কি বেঁচে থাকতে পারে? শিগ্‌গিরই সকলে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ল; বার্লিই যদি খেতে হয় অন্তত আর খানিকটা করে চাই-ই। নইলে অতঃপর হয়ত তারা ক্ষিধের চোটে মানুষ খেতেই শুরু করবে।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে ভরসা ক'রে চায় কে? অনাথ-

আশ্রমের দারোগার ভীষণ গোঁফ দেখলেই সকলের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ত, কথা কওয়া পর্য্যন্ত ভরসায় কুলোত না।

যাই হোক্—শেষকালে স্থির হ'ল যে এই গুরুতর বিষয়ের ভার যার ওপর দেওয়া হবে, তার নামটা লটারী করা হোক্। লটারীতে যার নাম উঠ্‌বে তাকেই বলতে হবে।

বেচারী অলিভার! উঠ্‌বি-ত-ওঠ্‌—অলিভারের নামটাই উঠল। একদা সন্ধ্যায় সাত বৎসরের বালক অলিভার বলিদানের পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে রাঁধুনীকে ডেকে বললে, মশাই শুনছেন,—আমাকে আর একটু দেবেন?

সর্ব্বনাশ!

এমন সাংঘাতিক স্পর্দ্ধার কথা কেউ কখনও শুনেছ? পাঁচকের ত কিছুক্ষণ বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কথাই সরল না, তারপর সে হাতাটা দিয়েই সজোরে এক ঘা অলিভারের পিঠে বসিয়ে দিয়ে উর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটল এই নিদারুণ সংবাদটা দিতে, কর্ত্তারা যেখানে বসে সভা করছিলেন, সেইখানে।

কর্ত্তারাও কম অবাক হ'লেন না। দয়া ক'রে তাঁরা যা খেতে দিচ্ছেন, তাতে সন্তুষ্ট না থেকে আবার চাওয়া? তাঁরা শুধু স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কিছুক্ষণ কথাই কইতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত একজন অতি কষ্টে ব'লে উঠলেন, ছোকরা এককালে ফাঁসী-কাঠে উঠবে, এই আমি বলে রাখলুম। তোমরা বরং দেখে নিও।

কিন্তু ফাঁসী-কাঠ ত পরের কথা, আপাতত এই সর্ব্বনেশে ছেলেকে নিয়ে কি করা যায়?

অনেক চিন্তার পর সকলে মিলে স্থির করলেন যে ওকে আর এখানে রাখা কোনও মতেই উচিত নয়, সুতরাং কোনও ব্যবসাদারের কাছে ওকে শিক্ষানবিশ ক'রে ঢুকতে দেওয়াই হবে সব চেয়ে বুদ্ধিমানের মত কাজ! এবং সেই পরামর্শ-মত পরের দিনই এক বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল যে যে-কেউ দয়া ক'রে এই ছেলেটিকে শিক্ষানবিশ নেবেন তিনি বিনা মাইনেতে একটা চাকর ত পাবেনই, উপরন্তু আরও পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার পাবেন।

বলা বাহুল্য যে লোকের অভাব হ'ল না! দু-একবার টানাটানির পর এক আণ্ডার-টেকারের (যারা ওদেশে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে, এক কথায় যাকে 'মড়িপোড়া' বলে) কাছে ওকে দিয়ে দেওয়া হ'ল। আণ্ডার-টেকার নিজে লোক খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু তার স্ত্রী, তাদের বাড়ীর ঝি আর অন্য একজন কর্ম্মচারী তার জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুললে। অত্যন্ত খোঁচালে নাকি নিরীহ ব্যাঙও গর্জ্জন ক'রে ওঠে—অলিভার যে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ ক'রবে, এ আর এমন আশ্চর্য্য কি? সে একদিন সেই পাজী কর্ম্মচারীটার সঙ্গে মারামারি বাধালে; তাকে যৎপরোনাস্তি মেরে এবং নিজেও প্রচুর মার খেয়ে, এক দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে, এক বস্ত্রে, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় সেই

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। ছেলেবেলা থেকে সে অনেকের মুখেই শুনেছে যে লণ্ডন এক তাজ্জব শহর, সেখানে প্রচুর পয়সা, প্রচুর সুখ—সে ভাবলে যে কোনও রকমে লণ্ডনে পৌঁছতে পারলে তার ব্যবস্থা একটা হবেই; সুতরাং লণ্ডন, যেমন ক'রেই হোক্, সেই আশ্চর্য্য শহর লণ্ডনে তাকে পৌঁছতে হবে।

হায়!

পথ দীর্ঘ ও দুর্গম; অলিভার বালক, তায় কপর্দ্দহীন; অনাহারে তার দেহ ক্ষীণ, অবিশ্রান্ত পথ চলায় পা ক্ষত-বিক্ষত—এ অবস্থায় তার লণ্ডনে পৌঁছানো দুঃসাধ্য। ভিক্ষা চাইলে লোকে বিদ্রূপ করে, বহুদূর পর্য্যন্ত হয়ত-বা লোভ দেখিয়ে ডেকে আনে, তারপর কিছু না দিয়েই চলে যায়। যা দু-একটি পয়সা কাছে ছিল, তাইতে রুটী কিনে এক টুক্রো ক'রে খায় আর পথ চলে, এমনি ক'রে লণ্ডনের কাছাকাছি যখন সত্যিই এসে পৌঁছল, তখন তার এক পাও আর চলবার শক্তি নেই; সেইখানেই বুঝি তাকে মরতে হয়!

অন্তু ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ফ্যাগিন ব'লে এক বুড়ো ইহুদী ছিল, সে চোরাই মাল বেচা-কেনা ক'রত। কাজের সুবিধার জন্য সে কতকগুলো ছোক্‌রা চোরও পুষে রেখে ছিল, তারই মধ্যে একজন ঘুরতে ঘুরতে লণ্ডনের বাইরে শহর-তলীতে এসে পড়েছিল, নতুন খদ্দেরের আশায়। হঠাৎ তার চোখে পড়ল অলিভারের অবস্থা—কাছে এসে গায়ে হাত

ঘুলিয়ে তুটো। মিষ্টি কথা বলতেই অলিভারের সব ইতিহাস বেরিয়ে এল। তখন সে অলিভারকে কিছু খাইয়ে সুস্থ করলে এবং ভরসা দিয়ে বললে, তোমার কোনও ভয় নেই, এখানে এক বুড়ো আছে, ভারী ভাল লোক, সে তোমাকে এমনি খেতে আর থাকতে দেবে, একটা পয়সাও নেবে না! চাই কি, তোমায় কোনও কাজকর্ম্ম শিখিয়ে তোমার দু-পয়সা রোজগারেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তার কাছেই তোমায় নিয়ে যাই চল।

বলা বাহুল্য এমন 'দেবতাসদৃশ' লোককে দেখবার জন্য অলিভার সাগ্রহেই চলল, আর ফ্যাগিনের বাড়ী পৌঁছে দেখলে যে ছেলেটি মিছে-কথা বলেনি, আহার আর আশ্রয় তার সেখানে নির্ব্বিবাদেই মিল্‌ল!

এইবার একটু গোড়ার কথা বলা দরকার। অলিভারের বাবা খুবই ধনী ছিলেন: কিন্তু তিনি প্রথম-পক্ষের ছেলেকে গোপন ক'রে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, আর তাদের সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করার পূর্ব্বেই সহসা একদিন বিদেশে মারা যান। অলিভারের মা কিছুই জানতেন না, তাঁর হাতে [illegible] পয়সা-কড়িও ছিল না; বহুদিন অবধি স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেচারী স্বামীর খোঁজ-খবর নেবার জন্য পায়ে হেঁটেই লণ্ডনে আসছিলেন, কিন্তু রাস্তা চলার পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে পথেই অলিভারের জন্ম দিয়ে মারা গেলেন।

অলিভারের বাবা অবশ্য যে উইল ক'রে রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে সব কথাই লেখা ছিল ; এবং তাতে নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে 'মঙ্ক', অর্থাৎ অলিভারের বৈমাত্র দাদা অলিভার ও তার মায়ের সমস্ত ভার নেবে আর অলিভারকে মানুষ ক'রে তুলবে। শুধু তাই নয়, অলিভার বড় হলে, যদি সে সচ্চরিত্র আর ভাল ছেলে হয়, তাকে বিষয়ের অর্দ্ধেক বুঝিয়ে দেবে।

মঙ্ক মানুষটি কিন্তু মোটেই ভাল ছিল না। সে খোঁজ-খবর নিয়ে অলিভারের ইতিহাস সব জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল, শুধু একটু নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে। কেউই যখন কিছু জানে না, তখন নিজে সেধে বিষয়ের ভাগ দেবার দরকার কি ?

কিন্তু মঙ্ক যখন শুনলে যে আণ্ডার টেকারের ঘর থেকে অলিভার পালিয়েছে, তখন সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কে জানে, যদিই কেউ ভবিষ্যতে কোনদিন অলিভারের জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে পারে আর তাকে জানিয়ে দেয় ? সে চারিদিকে লোক লাগিয়ে দিলে, কিছুদিন পরে সংবাদ এল, অলিভার ফ্যাগিনের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে। যাক্—সে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যদি সে বড় হ'য়ে সচ্চরিত্র না হয়, তাহ'লে-ত আর তাকে বিষয়ের ভাগ দিতে হবে না ? চোরের ঘরে মানুষ হ'য়ে কে কবে আবার সাধু হয়েছে ?

কিন্তু বিধাতা মঙ্কের ওপর বাম, অলিভারকে বেশী দিন চোরের ঘরে থাকতে হ'ল না। কেন, তাই বলি—

কিছুদিন খাইয়ে দাইয়ে অলিভারকে সুস্থ করবার পরই ফ্যাগিন তাকে দিয়ে উপার্জ্জন করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। প্রথমটা যেন খেলার ছলে অলিভার পকেট মার্‌তে পারে কিনা তারই পরীক্ষা করা হ'ল, তাতে যখন দেখা গেল যে সে খুব ওস্তাদ, তখন একদিন ফ্যাগিনের আর একটি সাক্‌রেদের সঙ্গে ওকে রাস্তায় বার করা হ'ল।

একটি বই-এর দোকানের ধারে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কী একটা বই দেখছিলেন। অলিভারের সঙ্গী ছোকরাটি অলিভারের সামনেই তাঁর পকেট থেকে ঘড়ি ও রুমাল তুলে নিলে। তুলে নিয়েছে, এমন সময় সে ভদ্রলোক টের পেলেন। তিনি মাথা তুলে দেখেই হঠাৎ 'চোর চোর' ক'রে চেঁচিয়ে উঠলেন। অলিভার এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে এতই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল যে তার সঙ্গী তাকে পালবার জন্য বার-বার ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও সে পালাতে পারলে না, খানিকটা হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর যখন ভয় পেয়ে এবং নিজের অবস্থা বুঝে পালাতে শুরু করলে, তখন সকলকারই নজর পড়ল তার ওপরই। ফলে সকলেই মনে করলে যে সে-ই চুরি করেছে এবং পালাচ্ছে!

তারপর সে এক বিষম কাণ্ড! একটি নিরীহ ছেলে ভয়ে পালাচ্ছে, এবং তার পিছনে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক ছুটে চলছে। রাস্তার কুকুরগুলো পর্য্যন্ত ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে ছুটেছে তার পিছু-পিছু। অনেকটা পর্য্যন্ত অলিভার ছুটে

ছিল, কিন্তু ছেলেমানুষ কতটাই বা দৌড়তে পারে? কিছুক্ষণ পরেই হুম্‌ড়ী খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লোকজন গিয়ে তাকে চেপে ধরলে। কীল-চড় খানিকটা ত হ'লই, উপরন্তু পুলিস এসে ধরে নিয়ে গেল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে।

এধারে যে ভদ্রলোকের পকেট-মারার ব্যাপার নিয়ে এত কাণ্ড হ'ল, অলিভারের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে তাঁর মনে ততক্ষণে দয়ার সঞ্চার হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে কেমন একটা বিশ্বাসও জন্মেছে যে ছেলেটি নির্দ্দোষ। কিন্তু তখন সে ব্যাপার তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে। ভদ্রলোক লোকজনকে থামাবার চেষ্টা করলেন, পুলিশকেও বুঝিয়ে বলতে গেলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? শেষকালে ওদের পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তিনি আদালতে উপস্থিত হলেন।

হাকিম খুব কড়া; অর্দ্ধমূর্চ্ছিত নির্দ্দোষ শিশু অলিভারের দিকে চাইলে পাষাণেরও মনে দয়া হ'ত বোধ করি, কিন্তু বিচারপতির মনে হ'ল না। তিনি মিঃ ব্রাউনলোকে সাক্ষী তলব করলেন। মিঃ ব্রাউনলো যত বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ঐ ছেলেটি ঠিক চুরি করেছে কিনা তিনি দেখেন নি এবং ওর চেহারা দেখে ওকে নিরপরাধ বলেই তাঁর মনে হচ্ছে, ততই ধমক খেতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এমনও প্রস্তাব করলেন যে যেহেতু তাঁরই পকেট কাটা পড়েছে সে-হেতু মোকর্দ্দমাটা তাঁরই তরফের; সুতরাং তিনি যখন ছেলেটির

বিরুদ্ধে আর মামলা চালাতে চান না, তখন ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক্—

কিন্তু তাতে আরও এক ধমক। অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলেটিকে শাস্তি দেবেনই! দিতেনও নিশ্চয়, যদি না শেষ মুহূর্ত্তে সেই বই-এর দোকানের মালিক এসে সাক্ষী দিত যে চুরি এ ছেলেটি করেনি, সে অন্য লোককে চুরি করতে সচক্ষে দেখেছে। হাকিম অবিশ্যি তাতে খুবই চটে গেলেন এবং 'এতক্ষণ কী করছিলে' ব'লে ধমকও দিলেন, কিন্তু এবার আর না ছেড়ে দিয়ে পারলেন না!

এতক্ষণ যারা মজা দেখবার জন্য ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারা এইবার সকলে সরে পড়ল। তখন মিষ্টার ব্রাউন্‌লো-ই মূর্চ্ছিত ছেলেটিকে তুলে নিয়ে বাড়ীতে এলেন আর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

এই ভয়, উত্তেজনা ও প্রহারের ফলে বহুদিন ধরে অলিভার জ্বর ও বিকারে ভুগল। মিঃ ব্রাউন্‌লোর সেবা ও যত্ন না পেলে বোধ হয় বাঁচতই না। তারপর একটু সুস্থ হ'য়ে উঠতে ব্রাউন্‌লো তার মুখ থেকে তার বিচিত্র জীবন-ক[illegible] সমস্ত শুনলেন, এবং বিশ্বাস করলেন। এই ক-দিনেই অলিভা[illegible] প্রতি তাঁর অত্যন্ত মায়া পড়েছিল, তিনি স্থির করলেন যে অলিভার তাঁর বাড়ীতেই থাকবে আর লেখাপড়া শিখ্‌বে

এ ব্যবস্থায় অলিভারের মনে যেমন আনন্দ হ'ল, তার দাদা মঙ্ক তেমনি দুঃখিত হ'ল। তার কারণ কি জানো? অলিভারের

বাবা আর ব্রাউন্‌লো ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অলিভারের বাবা যে উইল ক'রে যান্ ব্রাউন্‌লো স্বয়ং তার অন্যতম অছি ছিলেন। ব্রাউন্‌লো যে প্রথম প্রথম অলিভারের মায়ের খবর পাবার জন্য কম চেষ্টা করেননি এ খবরও মঙ্কের জানা ছিল। সুতরাং সেই ব্রাউন্‌লোর হাতে গিয়ে অলিভার পড়েছে, এই সংবাদ গুপ্তচরের মুখ থেকে শোনা-মাত্র মঙ্কের দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। সে ফ্যাগিনকে গিয়ে বল্‌লে, যত টাকা লাগে দিচ্ছি, অলিভারকে তুমি আবার তোমার কাছে আনিয়ে নাও, যেমন ক'রে হোক—

বেচারী অলিভার!

ওধারে যখন এই বিপদ তার মাথার ওপর ঘনিয়ে আসছে, এধারে মিঃ ব্রাউন্‌লোর বন্ধু মিঃ গ্রিমউইগ্ এক মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললেন। বুড়ো যে খুব খারাপ লোক ছিলেন তা নয়, কিন্তু সদা-সর্ব্বদা অপরের কাজের প্রতিবাদ করাই ছিল তাঁর স্বভাব। অলিভারকে আশ্রয় দিয়ে ব্রাউন্‌লো নিজের ছেলের মত মানুষ ক'রতে শুরু করলেন, এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ না ক'রে [illegible] তিনি থাকতে পারেন? তিনি অনবরত ব্রাউন্‌লোকে বোঝাতে লাগলেন, যে চোরের ঘরে মানুষ হয়েছে, চুরি করতে গিয়েছিল, সে চুরির অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। অলিভারকে আশ্রয় দেবার জন্য ব্রাউন্‌লোকে মহা বিপদে

পড়্‌তে হবে, কারণ অলিভার একদিন তাঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরী ক'রবেই।

ব্রাউন্‌লো বরাবরই গ্রিমউইগের কথার প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু অলিভারের গ্রহ বিরূপ, তাই হঠাৎ একদিন ঝোঁকের মাথায় তিনি ব'লে বসলেন, আচ্ছা, এস পরীক্ষা করা যাক্‌—

অলিভারকে ডেকে খান-কতক বই আর পঁচাত্তরটা টাকা দিয়ে বল্লেন, রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই যে বইয়ের দোকান পাবে, সেইখানে এই বইগুলো আর টাকা কটা দিয়ে এস। পারবে ত?

অলিভার সাগ্রহে রাজী হ'ল। কারণ কী ক'রে অন্নদাতার কাজে আসতে পারে, সে এই কথাই দিনরাত চিন্তা করত। বই আর টাকাগুলো নিয়ে তখনই সে বেরিয়ে প'ড়ল। প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত মন আর পরিপাটি বেশভূষা—কয়েক মাস আগের অলিভারের সঙ্গে তার এখন অনেক তফাৎ!

গ্রিমউইগ বললেন, এই পথটা যেতে আসতে ওর কত সময় লাগতে পারে?

ব্রাউন্‌লো ঘড়ি বার ক'রে টেবিলে রেখে জবাব দিলেন, খুব জোর কুড়ি মিনিট।

তারপর দুজনে সামনা-সামনি বসে টেবিলের ওপরের ঘড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু কুড়ি মিনিট গেল, আধ

ঘণ্টা গেল, এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল ; অলিভার আর ফিরল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, টেবিলের ঘড়িতে আর নজর চলে না ; ব্রাউন্‌লো আর গ্রিমউইগ্‌ কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে বসেই নীরবে অলিভারের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন।

ফ্যাগিনের দলের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দ্দান্ত ছিল বিল ব'লে এক চোর। বিলের সঙ্গে ন্যান্সি ব'লে একটি মেয়ে থাক্‌ত। ন্যান্সি মেয়েটি নিজে লোক খারাপ না হ'লেও বিল যা বলত তাকে তাই করতে হ'ত—বিলের কথার ওপর সে কথা বলতে পারত না। কারণ আর সকলের মত ন্যান্সিও বিলকে যমের মত ভয় করত।

ফ্যাগিন এই ন্যান্সি আর বিলের ওপরেই অলিভার-হরণের ভার দিয়েছিল। যেদিন অলিভার বই নিয়ে দোকান যাবার জন্য বেরিয়েছে, সেইদিনই ন্যান্সি আর বিল ওদের বাড়ীর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অলিভারের খোঁজ-খবর করবার জন্যই। আর যায় কোথা ! যেমন অলিভার মোড়টা পেরিয়েছে, ন্যান্সি তার হাতের ঝুড়িটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে সজোরে অলিভারকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে লোক জড়ো করে ফেললে।

অলিভার বেচারা ত একেবারে হতবুদ্ধি!

সে ছট্‌ফট্‌ করে আর বলে, একি, তুমি কি চাও? আমায় আটকাচ্ছ কেন? আরে—আমার কাজ রয়েছে যে, ছাড়—

এধারে ন্যান্সিও গলা ছেড়ে চেঁচায়, ওরে ভাইরে, তুই কোন্‌ প্রাণে দিদিকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলি রে?…ইত্যাদি!

তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে উপস্থিত লোকদের শোনায়, মা-বাপ মরা ভাই, কত কষ্টে যে মানুষ ক'রে তুল্‌ছি, তা আমিই জানি!…কুসংসর্গে পড়ে কিছুতেই আমার কাছে থাকতে চায় না, কেবল পালিয়ে বেড়ায়—

অলিভার কত বোঝাবার চেষ্টা করলে যে এ সব কথাই মিথ্যে, সে একে কস্মিনকালেও দেখেনি, কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলে না, বরং কেউ কেউ উপদেশ দিয়ে গেল, ডেঁপো ছোকরা, এই বয়সে এত পালাবার ঝোক কেন? যাও, বাড়ী গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করগে—

ফলে ন্যান্সি আর বিল নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে অলিভারকে এনে ফ্যাগিনের হাতে সঁপে দিলে; ফ্যাগিনও এবা[illegible] তাকে অতি সাবধানে তালার মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখলে। অ[illegible] কত কাঁদাকাটা করলে, বললে, অন্ততঃ আমায় একটিবার ছে[illegible] দাও, আমি মিঃ ব্রাউন্‌লোকে তাঁর জিনিসগুলো ফেরৎ দিয়ে আসি। তিনি আমায় বিনা দোষে অকৃতজ্ঞ, চোর ভাবছেন, এ আমি সইব কেমন ক'রে?

কিন্তু তার কথা শুনবে এমন আহাম্মক সেখানে কেউ ছিল না!

মঙ্ক খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু অলিভারকে পাকা চোর না তৈরী করতে পারলে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। সে ফ্যাগিনকে প্রায়ই সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, শেষকালে ফ্যাগিন তারও একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললে! শহরতলীর দিকে একটা বাড়িতে বিল চুরী করতে যাবে স্থির ছিল, সেখানে ছোট জানলা দিয়ে গলে গিয়ে দোর খুলে দেবার জন্য একটি ছোট ছেলে দরকার; ফ্যাগিন ব্যবস্থা ক'রে দিলে যে অলিভারই বিলের সঙ্গে যাবে। গোলমাল ক'রলে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে, এই ভয় দেখিয়ে বিল অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

অলিভার বয়সে ছোট হ'লেও এ কথাটা সে এর মধ্যেই বুঝেছিল যে চোর হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাও ভাল। তাই জানলা দিয়ে বিল যখন তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, তখন সে চুপি-চুপি গিয়ে ওদের দোর খুলে না দিয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিলে, চোর! চোর! ওগো, তোমাদের বাড়ীতে চোর ঢুকেছে—সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল যে! ওঠো, ওঠো!

হৈ-হৈ ব্যাপার; লোক-জন, কুকুর, নিমেষে উঠে পড়ল। বিল রাগের চোটে অন্ধকারেই অলিভারকেই লক্ষ্য ক'রে গুলি

ছুঁড়লে, অলিভার বেচারা আহত হ'য়ে পড়ে গেল। সে মরে গেছে মনে ক'রে বিল তখন নিজের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করলে। লোকজন ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছিল বটে কিন্তু বিল অতি কষ্টে পালিয়ে গেল।

সেই বাড়ীতে থাকত রোজ মেইলি বলে একটি মেয়ে আর তার মাসী। রোজও গোলমাল শুনে উঠে এসেছিল, আহত অলিভারকে পড়ে থাকতে দেখে তার মনে অত্যন্ত দয়া হ'ল, বিশেষ ক'রে মনে হ'ল যে, এ-ই চেঁচিয়ে তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে যখন, তখন এ নিশ্চয়ই চোর নয়। তাই পুলিশ যখন এসে পৌঁছল তখন সে মিছে কথা ব'লে তাদের বিদায় করে দিলে এবং অলিভারকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা ও চিকিৎসা ক'রে তাকে সুস্থ ক'রে তুললে। ভাল হবার পরে একদিন অলিভার তার নিজের জীবন-কথা সব খুলে বললে, রোজও তার মুখ দেখে বুঝতে পারলে যে অলিভার যা বলছে সবই সত্য কথা। সে তখন নিজে খোঁজ ক'রে ব্রাউন্‌লোর বাড়ীতে খবর দিতে গেল কিন্তু গিয়ে শুনলে যে ব্রাউন্‌লো বিদেশে গেছেন, দেখা হবার কোনও আশা নেই!

যাই-হোক—অলিভার ভাল আশ্রয় পেলে আবার আর পেলে কার কাছে জানো? এই রোজ হ'ল অলিভারের নিজের মাসী। কিন্তু দুজনের কেউই তখন তা জানত না।

এধারে মঙ্কের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। আবার শুরু

হ'ল গোপন মন্ত্রণা, আবার শুরু হ'ল ফিস্‌-ফিস্‌। কিন্তু এবার ফ্যাগিনের নিজের ঘরেই বিভীষণ জন্মালো।

জোর ক'রে অলিভারকে ধ'রে এনে ফ্যাগিনের হাতে সঁপে দিয়ে পর্য্যন্ত ন্যান্সির মনটা ভাল ছিল না। আসলে ন্যান্সি নিজে খুব ভাল ছিল একথা-ত আগেই তোমাদের ব'লেছি। তার ওপর একদিন সে ফ্যাগিনের সঙ্গে দেখা করতে এসে আড়া'ল দাঁড়িয়ে মঙ্ক ও ফ্যাগিনের কথাবার্ত্তা সব শুন্‌লে এবং অলিভারের জন্ম-বৃত্তান্ত ও সত্য পরিচয় জানতে পারলে! অলিভারের বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চল্‌ছে তাও সব শুন্‌লে।

শেষে সে নিজের বিবেকের তাড়নায় একদিন গোপনে রোজ মেইলিকে চিঠি লিখ্‌লে এবং এক অন্ধকার রাত্রিতে নদীর ধারে রোজের সঙ্গে দেখা ক'রে অলিভারের সমস্ত ইতিহাস খুলে বল্‌লে।

রোজ তখনই ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সব জানালে। ব্রাউন্‌লো সত্যিই অলিভারকে ভালবেসেছিলেন। তিনি আবার অলিভারকে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। সব চেয়ে সুখী হলেন গ্রিমউইগ্‌ নিজে; কারণ অলিভারের নিরুদ্দেশ হওয়া থেকেই তিনি লজ্জায় যেন বন্ধুর কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না।

মঙ্ক হাতে-হাতে ধরা প'ড়ে গিয়ে সব কথাই স্বীকার করলে। এধারে ফ্যাগিনকে পুলিশে দেওয়া হ'ল। তার বিরুদ্ধে

অনেক অপরাধের নালিশ ছিল, সুতরাং তার ওপর ফাঁসীর হুকুম হ'ল বটে কিন্তু সে কারাগারেই পাগল হ'য়ে গিয়ে মারা গেল।

আর ন্যান্সি ?

ন্যান্সির বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হ'য়ে গেল, অনেকগুলো টাকা মঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া যেতো তাও গেল। এই সব রাগে বিল তাকে নির্ম্মমভাবে খুন করলে, তারপর ফাঁসীর ভয়ে পালাতে গিয়ে সে নিজেও অপঘাতে মারা গেল।

অলিভার তার বাপের বন্ধু ও মাসিমার স্নেহে এবার নিরাপদে মানুষ হ'তে লাগল।

এ টেল অফ টু সিটীজ

ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে যে ভীষণ অরাজক অবস্থা হয়েছিল তা তোমরা সবাই জানো। সেই সময়কারই একটি গল্প তোমাদের বলব।

বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে কিছুদিন ধরে যে রাজারা রাজত্ব করতেন তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী এবং তার ওপর অকর্ম্মণ্য। রাজ্যের উন্নতি-সাধন তাঁদের ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠ্‌ত না কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের উপর করভার চাপিয়ে নিজেদের নতুন নতুন খেয়াল মেটাতে বেশ জানতেন। এই সব অত্যাচার বহু বৎসর ধরে সহ্য ক'রে ক'রে এক সময় নিরীহ প্রজারা ক্ষেপে উঠল; তখন তারা যে প্রতিশোধ তুললে তার গুরুভার শুধু যে দোষীদের ওপরেই পড়ল তা নয়, অনেক নির্দোষীকেও তার জন্য মৃত্যু বরণ ক'রতে হ'ল। কিন্তু উপায় কি? তখন তারা উন্মাদ—বহুবৎসরের, বহু অত্যাচারের শোধ তারা তুলতে লাগ্‌ল স্ত্রী-বালক নির্ব্বিশেষে, রাজা, রাজবংশীয়, জমিদার, বড়লোক সকলকার ওপর।

এই বিপ্লবের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দার

ম্যানেট নামে একজন জনপ্রিয় ডাক্তারকে এক জমিদার বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়ে বিনা বিচারে ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কারাগার ব্যাস্টিলে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। সেই জমিদারের কোনও কুৎসিৎ অপরাধের কথা ডাক্তার ম্যানেট কোন রকম ক'রে জানতে পারেন। পাছে তিনি আর কাউকে বলেন এই ভয়ে তাঁকে আত্মীয় বান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভয়ঙ্কর কারাগারে রেখে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে তখন ডাক্তারের গর্ভবতী স্ত্রী ছিলেন, তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ডাক্তারের কোনও খবর না পেয়ে ইংলণ্ডে তাঁর ভায়ের বাড়ী চ'লে এলেন এবং সেখানেই একটি মেয়ে প্রসব ক'রে মারা গেলেন।

ডাক্তারের যে চাকর ছিল ডেফার্জ্জ ব'লে, সে ইতিমধ্যে বিয়ে-থা ক'রে প্যারীসেই একটা মদের দোকান ক'রে বাস করত। সে লোকটি আর তার স্ত্রী মাদাম ডেফার্জ্জ ছিল বিপ্লবীদের চাঁই, তারা গোপনে অনেক সংবাদই সংগ্রহ করত, রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্রই তাদের দোকানের মধ্যে গোপনে গোপনে চল্‌ত।

প্রায় আঠার-বৎসর পরে ডেফার্জ্জ সংবাদ পেলে যে ডাক্তার ম্যানেট তখনও বেঁচে আছেন, এবং ব্যাস্টিলে আছেন। কিন্তু তাঁর আর প্রকৃতিস্থ অবস্থা নেই, অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থায় কারাগারের মধ্যে বসে বসে জুতা সেলাই ক'রে তাঁর আর

সমস্ত চৈতন্য জড় হ'য়ে গেছে। বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে ঐ অন্ধ-কারাগারে থাক্‌তে থাক্‌তে যখন তিনি নিজেই বুঝ্‌তে পারলেন যে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে তখন তিনি তাঁর প্রতি এই অত্যাচারের কারণ একটা কাগজে লিখে ঐ কারাগারেই একটা পাথরের তলায় লুকিয়ে রাখলেন এবং কারা-রক্ষকের হাতে পায়ে ধ'রে একটা কাজ চেয়ে নিলেন। কারারক্ষক ওঁর সেই অবস্থা দেখে দয়া ক'রে জুতোর সরঞ্জাম আর চামড়া আনিয়ে দেন; একটু একটু ক'রে ঐ কাজ শিখে সেই থেকে আজও একভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

যাই হোক্‌—

ডাক্তার যখন পাগল হয়েই গেছেন তখন ত আর তাঁর পক্ষে কোনও কথা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না, সুতরাং তাঁকে ছেড়ে দিতে বিশেষ বাধা ছিল না। ডেফার্জ্জ চেষ্টা চরিত্র ক'রে অবশেষে তাঁর মুক্তির আদেশ পেলে এবং গোপনে তাঁকে উদ্ধার ক'রে নিজের বাড়ীতে এনে ডাক্তার ম্যানেট যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন, সেই মেসার্স টেলসন এণ্ড কোম্পানীর মারফৎ, ডাক্তারের মেয়েকে সংবাদ দিলে।

ডাক্তার ম্যানেটের মেয়ে লুসী জানত যে ডাক্তার মরেই গেছেন; সহসা এই সংবাদ পেয়ে সে প্রথমটা একেবারে

হতভম্ব হ'য়ে গেল, তারপর ঐ ব্যাঙ্কেরই এক প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে পারিসে গেল ডেফার্জ্জদের সন্ধানে।

ডাক্তার ম্যানেট বহুকাল মাটির তলায় অন্ধ-কারাগারে থেকে থেকে অন্ধকারেই অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া এতকাল নির্জ্জনে নীরবে থেকে মানুষের গলার শব্দ পর্য্যন্ত তাঁর কানে অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য ঠেক্‌ত! সেই জন্য ডেফার্জ্জ তাঁকে ঐ বাড়ীর সবচেয়ে অন্ধকার ঘরে দোর-জানালা বন্ধ ক'রে চাবী দিয়ে রেখেছিল। চাবী না দিলেও চলত না, তাতে ডাক্তার অত্যন্ত অসহায় বোধ ক'রে চেঁচাতে থাকতেন।

লুসী তখনও চাবী দেওয়া দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু ডেফার্জ্জ যখন চাবী খুলে আস্তে আস্তে ওদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন আর ওদের কিছু বুঝতে বাকী রইল না। অত্যন্ত ছেঁড়া পুরোনো কাপড় জামা, মাথায় একরাশ চুল, দাড়ী—অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অসহায় এক বৃদ্ধ বসে বসে একমনে জুতো সেলাই ক'রে যাচ্ছেন! কাউকে চিনতেও পারেন না, কোন প্রশ্ন করলেও জবাব দিতে পারেন না।

এই করুণ দৃশ্যে লুসীর দুই চোখ জলে ভরে গেল। সে ডাক্তারের পাশে বসে পড়ে দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলে। ডাক্তার প্রথমটা তাকেও চিনতে পারলেন না, কিন্তু বহুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘ দিনের বিস্মৃতি পরপার থেকে আর একখানি মুখের কথা তাঁর মনে পড়ল

সে-ই চুল, সেই চোখের দৃষ্টি, করুণা ও মমতা-মাখানো সেই মুখ, আঠারো বছর আগে এক অতি দুঃখদিনে এই মানুষটিকেই কি তিনি ফেলে রেখে গিয়েছিলেন ?

ঠিক বুঝতে কিংবা চিনতে না পারলেও এই রকম একটা চিন্তা এসে তাঁকে মোহাবিষ্ট ক'রে দিলে, তিনি একমাত্র ওরই বাধ্য হ'য়ে পড়লেন। যাইহোক, তাঁকে পারিস্ থেকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার আর কোন অসুবিধা হ'ল না। লুসীর সঙ্গেই তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। যাওয়াও তাঁর দরকার হয়েছিল, কারণ যাদের জন্য তাঁর বন্দী-দশা, তারাত এখনও জীবিত আছে ! পারিসে থাকলে আবার ধ'রে ব্যাস্টিলে পাঠাতে কতক্ষণ ?

অসুস্থ ও অর্দ্ধোন্মাদ বাপকে নিয়ে জাহাজে চ'ড়ে ইংলিস-চ্যানেল পার হবার সময় লুসী অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়ল। কারণ সমুদ্রে সেদিন ভীষণ ঝড় ও তুফান শুরু হয়েছিল। ঐ জাহাজেই চার্লস ডার্ণে ব'লে আর একটি যুবক লণ্ডনে আসছিল, সে-ই বৃদ্ধের অবস্থা দেখে অত্যন্ত যত্ন ক'রে তাঁকে শো[illegible]ার ব্যবস্থা ক'রে দিলে এবং লুসীকেও ঝড়-তুফানের [illegible]ক্রমণ থেকে আড়াল ক'রে রেখে এল। সেই উপলক্ষ্য [illegible]'রে এদের পরিবারের সঙ্গে চার্লসের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল ; [illegible]ন কি যখন ডাক্তার ম্যানেট সুস্থ হ'য়ে উঠে পুনরায় লণ্ডনে [illegible]কিৎসা ব্যবসায় শুরু করলেন, তখন তাঁরই অনুরোধে টেলসন

কোম্পানীর ব্যাঙ্কে সে একটা চাকরীও পেলে। কিন্তু এর কিছু কাল পরে চার্লস ডার্ণে এক মিথ্যে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ল। রাজ-সরকারে একদল গোয়েন্দা সে সময় থাক্‌ত যারা সত্যিকার দোষী লোকের অভাবে বহু নির্দ্দোষী লোককে ধ'রে এনে মিথ্যে মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেল্‌ত! নইলে তাদের চাক্‌রী থাকেনা যে!

চার্লসের বেলাতেও এম্‌নিই একটা ঘট্‌ল। জন বার্সাদ ব'লে ঐ শ্রেণীর এক গোয়েন্দা চার্লসের নামে সাক্ষ্য দিলে যে সে নাকি ইংলণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এবং সেই উপলক্ষে সে ঘন-ঘন ফ্রান্সে যায়। শুধু অভিযোগ এনেই নিশ্চিন্ত হ'ল না, গুটি-কতক সাক্ষী-পর্য্যন্ত সাজিয়ে ফেললে।

লুসী আর ডাক্তার ম্যানেটকেও সেই মোকদ্দমায় সাক্ষী ডাকা হ'ল। লুসী বেচারী যদিও চার্লসকে ভালবাসত খুব, তবুও সে আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ ক'রে মিথ্যে বলতে পারলে না। তাকে স্বীকার ক'রতেই হ'ল যে বছর কতক আগে যখন ফ্রান্স থেকে তারা ফিরছিল তখন তাদের সঙ্গে এক জাহাজে চার্লসকেও সে ফিরতে দেখেছে!

চার্লসের যখন খুব খারাপ অবস্থা, ফাঁসীর দড়ী তার গ লাগে লাগে, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘট্‌ল। সিড কার্টন ব'লে এক ব্যারিষ্টার উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলটা খসিয়ে সরকারী সাক্ষীদের ডেকে প্রশ্ন ক'রলে,

দেখি একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে, তারপর আবার আসামীর মুখের দিকে চেয়ে জবাব দাও যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে দেখেছিলে, না আসামীকে দেখেছিলে ?

যারা এর আগে হলপ ক'রে চার্লসকে সনাক্ত করেছিল তারা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কারণ চার্লস ডার্ণে আর সিড্‌নী কার্টনের মুখে এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে যে ঠিক ক'রে বলা কঠিন কোন্‌টা সিড্‌নী আর কোনটা চার্লস্।

তখন চার্লসের পক্ষের ব্যারিষ্টার আদালতকে চেপে ধরলেন। যে ভুল একবার হ'তে পারে সে ভুল আরও একবার হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়! চার পাঁচ-বছর আগে সাক্ষীরা যে চার্লসকেই ঠিক দেখেছিল, আর কোন লোককে দেখেনি, তার প্রমাণ কি ?

এই অকাট্য যুক্তিতে সাক্ষীরা সকলেই একটু বিহ্বল হ'য়ে পড়ল এবং শেষ পর্য্যন্ত চার্লস ডার্ণে মুক্তি পেলে! এই ঘটনায় সিড্‌নীর সঙ্গে এদের পরিচয় হ'ল। এই সিড্‌নীই হ'ল প্রকৃতপক্ষে এই গল্পের নায়ক, সুতরাং সিড্‌নীর কথা এইবার একটুখা[illegible] তোমাদের বলা দরকার।

[illegible]সিড্‌নীর আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। তাকে ভালবাসবার, [illegible]কে যত্ন করবার, তার মঙ্গল-চিন্তা করার মত একটি লোকও [illegible]সারে ছিল না। কোনও মানুষের ভালবাসা যে জীবনে [illegible] না, তার মত দুর্ভাগা আর কে আছে ? সিড্‌নীরও তাই

সমস্ত জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সে নিজে তীক্ষ্ণ-ধী ব্যারিষ্টার, তার বিদ্যা ও বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়, কিন্তুতবুও সে মনযোগ দিয়ে নিজের কাজ ক'রতে পারত না। মনে হ'ত কার জন্য করব এ-সব, কি জন্যে আমার এই মিথ্যে পরিশ্রম ? সে দিনের এবং রাতের অধিকাংশ সময়ই মদ খেয়ে পথে ঘুরে বেড়াত আর মাঝে মাঝে অন্য এক বন্ধুর হ'য়ে কাজকর্ম্ম ক'রে দিত। সেই বন্ধুটি ওরই বুদ্ধিতে দ্রুত যশ ও প্রতিপত্তির পথে এগিয়ে চলল কিন্তু সিড্‌নী পড়ে রইল 'যে তিমিরে সে তিমিরে' ! সেই বন্ধুই ওকে সামান্য কিছু কিছু দিত, তাইতে ওর খরচ চলত।

এ হেন সিড্‌নীও লুসীর মিষ্ট স্বভাবে মুগ্ধ হ'ল ; তাকে ভালবাসলে। কিন্তু লুসী তার আগেই চার্লসকে ভালবেসেছে, সে তাকেই বিয়ে ক'রতে চায় ! সিড্‌নী যেদিন এ কথা শুনলে সে লুসীকে বললে, ভালই করেছ, চার্লস আমার থেকে সব দিক দিয়েই সৎপাত্র। আমার মত দুর্ভাগার হাতে তোমার মত মেয়ের পড়া উচিত নয়। আমি চললুম, তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, তুমি, বা এ সংসারে তোমার প্রিয় য'রা আছে যদি কখনও তাদের কোনও বিপদ ঘটে, তখন নিশ্চয়ই স্মরণ ক'রো যে এ পৃথিবীতে এমন একজন আছে, সে তোমার মু হাসি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য হাসিমুখে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পা

সিড্‌নী বিদায় নিয়ে চলে গেল। বেচারীর দুঃখে চোখ ছলছলিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু উপায় কি ? পৃথিবীতে

অবলম্বন তার আছে, যার মুখ চেয়ে সে সান্ত্বনা লাভ করবে, যার জন্য সে আবার সৎ-পথে এসে সংসারে বড় হবার, দশের একজন হবার চেষ্টা করবে ?

একদিন চার্লস্‌ ডাক্তার ম্যানেটের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে। ডাক্তারও সানন্দে সম্মতি দিলেন। কারণ লুসীর মন তিনি জানতেন, লুসী যাতে সুখী হয় তাঁর জীবনে তাই ছিল সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু চার্লস বললে, অত সহজে সম্মতি দেবেন না, তার আগে আর একটা কথা আপনাকে শুনিয়ে দিই। চার্লস্‌ ডার্ণে আমার আসল নাম নয়, আমি ফ্রান্সের মার্কুইস অফ এভারমণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী, আমার নাম চার্লস্‌ এভারমণ্ড্‌।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। কারণ ফরাসী দেশের যে সব অত্যাচারী জমিদারদের নাম ক'রে দেশের প্রত্যেক প্রজা-সাধারণ নিত্য অভিসম্পাৎ দেয়—এভারমণ্ড্‌ তাদেরই অন্যতম। চার্লসের বাপও ছিলেন দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী, কিন্তু চার্লস্‌ তার মায়ের চেষ্টা ও যত্নে সচ্চরিত্র ও ভদ্র হ'তে পেরেছিল। সে তার কাকার ব্যবহারে আপত্তি জানাতে যেত, কাকা হেসে উড়িয়ে দিতেন; শেষে, সে-লজ্জা সহ্য করতে না, পেরে চার্লস দেশ ও

উপাধি ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে চলে এল—মনের ঘৃণায় পৈত্রিক নামটা পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে। কাকাকে বললে সে ভিক্ষে ক'রে কিম্বা মোট ব'য়ে খাবে সে-ও ভাল, কিন্তু তবু ঐ পাপের অন্ন মুখে দিতে পারবে না।

কাকা তখন বাধা দিলেন না, ভাবলেন ভোগ ও বিলাসের মধ্যে যার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে, সে কখনই অত কষ্ট সহ্য ক'রতে পারবে না—ফিরতে একদিন হবেই। অবশেষে চার্লস্ যখন সত্য-সত্যই ইংলণ্ডে চাকরী ক'রে খেতে লাগল তখন তিনি বার-কতক তাকে বুঝিয়ে ব'লে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরেনি।

যাই হোক্—ডাক্তার সব কথা শুনেও কিন্তু সম্মতি দিলেন! তবে তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল যে তিনি খুবই আঘাত পেলেন। এভারমণ্ডের ছেলের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার তাঁর একান্ত অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি রাজী হলেন; যে মেয়ে একান্ত যত্নে তাঁর জীবন দান করেছে, যে তার সবচেয়ে দুঃসময়ে সেবা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, তার জন্য তিনি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার ক'রতে পারবেন না? নিশ্চয় পারবেন!

সম্মতি দিলেন বটে—কিন্তু যেদিন লুসী সত্যি-সত্যিই চার্লস্‌কে বিয়ে ক'রে পনের দিনের জন্য মধু-চন্দ্রমা যাপন ক'রতে চলে গেল সেদিন, বহুকাল পরে, তাঁর আবার উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল।

আবার কিছুকাল গেল। ম্যানেট আবার সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে মার্কুইস অফ এভারমণ্ডের মৃত্যু হয়েছে, চার্লসই তাঁর জমিদারীর মালিক—কিন্তু সে সেখানের কর্ম্মচারীদের হুকুম দিয়েছে যে প্রজাদের কাছ থেকে কিছুকাল যেন খাজানা নেওয়া না হয়। বরং আসবাব-পত্র বিক্রী ক'রে যেন কর্ম্মচারীরা মাইনে নেয়।

কিন্তু চার্লসের এই শুভবুদ্ধি বিশেষ কাজে লাগল না। ফ্রান্সে জ্বলে উঠ্‌ল প্রলয়ের আগুন, রাজা, রাজপুরুষ, জমিদাররা সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল সে বজ্রাগ্নিতে। ভয়ঙ্কর ও দুর্ভেদ্য কারাগার ব্যাস্‌টিল্‌ বিদ্রোহীদের হাতে রেণু রেণু হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেল। প্রত্যহ রাশি রাশি লোক গিলোটিনে প্রাণ হারাতে লাগল, তার মধ্যে বহু লোক হয়ত বহু সময়ে দরিদ্রদের জন্য যথেষ্ট আত্মত্যাগ করেছে। কিন্তু বিচার বা বিবেচনার সময় কৈ? সমস্ত জাতি তখন উন্মাদ।

এভারমণ্ডের কথা লোকে ভোলেনি। চার্লসের যে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ওখানে ছিল, তাকে ধরে তারা অমানুষিক পীড়ন ক'র্‌তে লাগল, চার্লস্ এভারমণ্ড্ কোথায়, শিগ্‌গির বল্—নইলে তোর রক্ষা নেই!

সে বেচারা নিজের প্রাণের দায়ে চার্লস্‌কে চিঠি লিখলে। লিখলে তাবলে যে সে-ত কোনও অন্যায় করেনি বরং পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেছে। এসব কথা শুনেও

কি দেশের লোকের রাগ থাকবে তার ওপর ?···অথচ তার জন্যে একটা নির্দ্দোষ নিরপরাধ লোক মারা যাবে, সেকথা জেনেও সে চুপ ক'রে থাকে কি ক'রে !

সে স্থির ক'রলে সে ফ্রান্সে ফিরে যাবে। সেখানকার দেশবাসীকে সে বুঝিয়ে দেবে যে সে তাদেরই একজন, তাদেরই মুখ চেয়ে সে আজীবন দুঃখকে বরণ করেছে এখনও সে স্বেচ্ছায় পৈত্রিক বিষয় বিলিয়ে দিয়েছে তাদের জন্য ; তারপর নির্দ্দোষ কর্ম্মচারীকে মুক্ত করিয়ে তাকে নিয়েই ফিরে আসবে ইংলণ্ডে। যাবে—কিন্তু লুসী বা ম্যানেটকে ব'লে যাওয়া হবে না ! কারণ ওদের অকারণে উতলা ক'রে লাভ কি ?

সে গভীর রাত্রিতে ম্যানেটের নামে একখানা চিঠিতে সব খুলে লিখে রেখে বেরিয়ে পড়ল। তারপর যাত্রা করলে সে ফ্রান্সের দিকে, পরম নিশ্চিন্ত মনে।

কিন্তু ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়েই সে শিউরে উঠ্ল। দেশে যে এমন প্রেত-তাণ্ডব চলেছে তা সে কোনও-দি কল্পনা কর'তেও পারেনি। যেতেও তাকে বেশীদূর হ'ল না, ভূত মার্কুইস অফ এভারমণ্ডদের অত্যাচারের অপরাধে চার্লস বন্দী করা হ'ল এবং বিচারের জন্য তাকে পারিসে পাঠান

এধারে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন চার্লসের চিঠি পেলেন তখন তিনি বিচলিত হ'য়ে উঠলেন।

ফ্রান্সের অবস্থার কথা সবই জানতেন, এবং আরও জানতেন যে এভারমণ্ডদের উদ্দেশে সমস্ত জাতির বুকে কী প্রবল বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে! তিনি তখনই ফ্রান্সে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। সঙ্গে চল্‌ল লুসী, লুসীর মেয়ে, লুসীর বহুদিনের পুরোনো ঝি মিস্ প্রস্ আর সিড্‌নী। লুসীর এই ঘোরতর বিপদের দিনে সিড্‌নী তাকে একা ছেড়ে দিতে পারলে না।

ম্যানেট যে একদিন রাজশক্তির হাতে বহু দুঃখ পেয়েছিলেন আজ সেইটেই হ'ল তাঁর ছাড়পত্র। সাধারণতন্ত্রের সৈন্যরা সসম্মানে তাঁকে পথ ছেড়ে দিলে। তিনি সকলকে নিয়ে নিরাপদে এসে পারিসে পৌঁছলেন! ওখানে টেলসন ব্যাঙ্কের যে অফিস ছিল সেই বাড়ীরই ওপরতলায় এসে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

যথা-সময়ে বিচার শুরু হ'ল। এভারমণ্ডদের নানাবিধ অপকীর্ত্তির কথা উল্লেখ ক'রে সাধারণতন্ত্রের বিচার-সভায় ওর নামে অভিযোগ আনা হ'ল! আরও বলা হ'ল যে দেশের দুর্দ্দিনে [illegible]ন দেশ ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়ে বসে আছে সুতরাং [illegible]দেশদ্রোহী। বিচারক-মণ্ডলী ও সমবেত জনতার সহস্র [illegible] তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হ'ল।

[illegible] ঠিক সেই সময়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার [illegible] শুভ্রকেশ, শীর্ণদেহ বৃদ্ধ উঠে কম্পিত কণ্ঠে [illegible]কে জানালেন নিজের পরিচয়, তারপর চার্লসের হ'য়ে

সাক্ষ্য দিলেন, কী ভাবে সে স্বেচ্ছায় নিজের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে গিয়ে অতি কষ্টে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করছিল! এবং সে যে মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত না ক'রে দেশে ফিরে এসেছে, সে কথাও তিনি দেশবাসীকে জানাতে ভুললেন না। দেশের জন্য এতখানি যে স্বার্থত্যাগ করেছে, দেশ কি তাকে বিনা দোষে শাস্তি দেবে?

কখনই না—!

বিচারকরা সন্তুষ্ট চিত্তে চার্লসের মুক্তির আদেশ দিলেন। জনতা ক'রে উঠ্‌ল ডাক্তার ম্যানেটের জয়-গান, ডাক্তার বিজয়গর্ব্বে চার্লসকে নিয়ে ফিরে এলেন। লুসীকে বললেন, আমি চার্লসকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম মা, যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছি!

কিন্তু বেচারী ম্যানেট!

চার্লসের মুক্তি-সংবাদের আনন্দ-উৎসব শেষ হবার পূর্ব্বেই আবার সাধারণতন্ত্রের পুলিশ এসে হাজির; গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে চার্লস এভারমণ্ডের নামে, এখনই তাকে হাজতে হবে!

ডাক্তার পাংশু-মুখে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কী অভিযোগ শুনতে পাই না?

জবাব এল, না।

ডাক্তার আবারও আকুল কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কে অভিযো

এনেছে সেটা অন্তত বলতে পার বাপু? আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি ডাক্তার ম্যানেট, আমি অনুনয় করছি!

সে বললে, তিনজন লোক চার্লসের নামে অভিযোগ এনেছে। একজন হ'ল ডেফার্জ্জ, আর একজন তার স্ত্রী, আর একজন—

ডাক্তার বললেন, বল, বল; আর একজন কে—

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে লোকটি বললে, আপনি জানতে চান ডাক্তার ম্যানেট, আপনি?

হ্যাঁ, আমি।

কাল সকালে জানতে পারবেন, বিচারশালায়।

তারপর সে বিমূঢ়, হতভম্ব চার্লসকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। লুসী মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেঝেতে প'ড়ে রইল, আর ডাক্তার ম্যানেট দাঁড়িয়ে রইলেন কাঠের পুতুলের মত।

পরদিন বিচারশালা লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। সে দিনের বিচারটা যে খুব অসাধারণ গোছের হবে এ কথা সকলে আ[illegible]থাকতেই অনুমান করেছিল। ডাক্তার ম্যানেটও কম্পিত [illegible]দে লুসী ও তার মেয়েকে সঙ্গে ক'রে উপস্থিত হলেন। যথ[illegible] [illegible]ময়ে আদালতের কাজ শুরু হ'ল। একজন বিচারপতি প্র[illegible] [illegible]ন, কে-কে অভিযোগ এনেছে, নাম বলো।

[illegible] [illegible]ার্জ্জ একজন—

[illegible] ডেফার্জ্জের স্ত্রী একজন—

বেশ, আর, আর কে?

অসংখ্য উৎসুক কণ্ঠ সামনের দিকে এগিয়ে এল, তার মধ্যে শোনা গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক নাম—

অ্যালেকজান্দার ম্যানেট!

কিছুক্ষণের জন্য অতখানি জনতাও নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। তারপর উঠ্‌ল এক অস্ফুট গুঞ্জন, বিস্ময়ের গুঞ্জন।

ডাক্তার ম্যানেট উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন, এ-সব মিথ্যে কথা ধর্ম্মাবতার, সর্ব্বৈব মিথ্যা!

তখন ডেফার্জ্জ সাক্ষ্য দিতে উঠ্‌ল—সকলে স্তব্ধ হ'য়ে রোমাঞ্চিত দেহে বসে বসে শুন্‌ল এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী।

যে-দিন ব্যাস্‌টিল ধ্বংস হয় সে-দিন ডেফার্জ্জই ছিল বিদ্রোহী-বাহিনীর পুরোভাগে। তার পুরোনো মনিব যে ঘরে ছিল সে ঘরের কথা সে ভোলেনি; সে নিশ্চয় জানত যে সেই ঘরেরই কোথাও-না-কোথাও ডাক্তার ম্যানেটের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। চৈতন্য হারাবার আগে কি ডাক্তার সব কথা কোথাও লিখে রেখে যাননি?

ডেফার্জ্জ খুঁজতে খুঁজতে ঐ ঘরেরই একটা পাথরের [illegible] এক তাড়া কাগজ পেলে, তাইতে আছে ডাক্তার ম্যা[illegible] নিজের হাতে লেখা এক বিবরণ। মার্কুইস্ অফ এভা[illegible] এক ঘৃনিত কাজের একমাত্র সাক্ষী ডাক্তার ম্যানেট[illegible] বিনা বিচারে ব্যাস্‌টিলে এনে বন্দী করেছিলেন, পাছে ম্যা[illegible]

সে কথা কোনদিন কাউকে বলেন বা যে পরিবারের ওপর ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের দ্বারা আদালতে নালিশ করান!

একটিবার মুক্তি পাবার জন্য, অন্তত গর্ভবতী স্ত্রীর একটু-খানি সংবাদ-মাত্র পাবার আশায়, ম্যানেট কত মাথা খুঁড়েছেন, কত মিনতি জানিয়েছেন কারারক্ষকের কাছে, কিন্তু কেউ সে অনুনয়ে কর্ণপাত করেনি। কী ভাবে দিনের পর দিন তাঁর কেটেছে ঐ অন্ধ কারাগারে—সেই আশাহীন, আনন্দহীন, ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ছিল ঐ কাগজটিতে; পরিশেষে ডাক্তার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিশাপ দিয়েছেন এভারমণ্ডদের, তাদের বংশের যে যেখানে আছে সকলকে! কোথাও, কোনদিন তারা যেন একবিন্দু শান্তি না পায়!

বিক্ষুব্ধ-জনতা গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—

রক্ত চাই! এভারমণ্ডের রক্ত!

তাদের এতবড় অন্যায়ের চিহ্ন চার্লসের শোণিত ধারায় ধুয়ে দেওয়া চাই!

ডাক্তার ম্যানেট যেন পাথর হ'য়ে গিয়েছিলেন! যে অত্যাচারের কথা তিনি এতদিন বুকে চেপে রেখেছিলেন, লুসির মুখের দিকে চেয়ে তিনি কাউকে বলেননি, সেই অভিশাপের পরিণামই কি আজ এতদিন পরে, এই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি তাঁর মেয়েকে আঘাত করলে?

যার সুখের জন্য তিনি এভারমণ্ড্‌দের অত বড় পাপও মার্জ্জনা করলেন—শেষ পর্য্যন্ত তার সর্ব্বনাশ হ'লই ?

ম্যানেট অভিভূতের মত আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। লুসীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হ'তে লাগল। কিন্তু এই নিদারুণ বিপদে একমাত্র কে হাল ছাড়ল না জানো? সমাজের চোখে যে হেয়, যাকে সকলে অপদার্থ ব'লে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছে—সেই সিড্‌নী কার্টন।

সে ডাক্তার, লুসী, তার মেয়ে, মিস প্রস্‌ এবং তার নিজের জন্য ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার অনুমতিপত্র সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল, তারপর টেলসন ব্যাঙ্কের এক কর্ম্মচারীকে এদের নিয়ে যাত্রার আয়োজন ঠিক ক'রতে ব'লে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢেকে কোথায় বেরিয়ে পড়ল।

ওর ছিল অদ্ভুত বুদ্ধি, তারই সাহায্যে সে শেষ পর্য্যন্ত যে কারাগারে চার্ল্‌স ছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারপর সেখানকার এক কারারক্ষককে প্রচুর ঘুষ খাইয়ে সে চার্ল্‌সের ঘরে ঢুকল তারপর এক রকম আরকের সাহায্যে চার্ল্‌স অজ্ঞান ক'রে, নিজের পোষাক পরিয়ে গোপনে কারারক্ষকের সাহায্যে তাকে বার ক'রে দিলে, এবং নি চার্ল্‌সের পোষাক পরে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রতে

টেলসন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীটি সিড্‌নীর কথামত লুসী ও চার্ল্‌সকে নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে রওনা হলেন। তারপর

সময়ে বহুলোকের চোখের সামনে দিয়েই চার্লস-বেশী সিড্‌নী প্রশান্ত মুখে গিলোটিনের মঞ্চে উঠে গেল। যে হতভাগ্য জীবনে কখনও কারুর স্নেহ পায়নি, যারা সারা-জীবন শুধু অবিরত ধিক্কারের মধ্যে দিয়েই কেটে গেছে, সে-ই আর একজনকে ভালবেসে এমন হাসি মুখে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে পারে, এ-কথা ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয়, না ?

পৃথিবীতে আমরা যাদের ছোট ক'রে দেখি, হয়ত তারা সত্যিই ছোট নয়, সুযোগ পেলে তারাও হয়ত অকাতরে আত্মদান ক'রতে পারে—মহৎ কিছু, বড় কিছু কাজ তাদের দ্বারাও সম্ভব—এই কথাটা যদি কোনও দিন তোমরা ভুলে যাও, সিড্‌নী কার্টনের কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখো।

পিক্‌উইক পেপারস্

বড়লোকদের অনেক রকম খেয়াল থাকে জানতো? বিলেতে মিঃ পিক্‌উইক ব'লে এক ভদ্রলোক ছিলেন একটু অদ্ভুত রকমের খেয়ালী। ভদ্রলোক্ বিয়ে-থা করেননি, পয়সা কড়ি ঢের ছিল ব'লে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টাও করতে হয়নি—কিন্তু কিছু একটা করতে হবে ত? তাই বৃদ্ধ বয়সে এক ক্লাব খুলে বসলেন, তার নাম দেওয়া হ'ল 'পিক্‌উইক ক্লাব', এবং উদ্দেশ্য জ্ঞানানুশীলন।

বলাবাহুল্য, ঐ ক্লাবের যাঁরা সভ্য হ'লেন, তাঁরাও বেশ পয়সা-ওলা লোক কিংবা বড়লোকের ছেলে। হাতের কাছে অন্য কোনও কাজ না থাকায় তাঁরা একদা স্থির করলেন যে, তাঁরা তিন চার জনে মিলে দেশভ্রমণে বার হবেন। দেশ-বিদেশের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরে দেশের লোকের উপকারার্থ তা করবেন, এই হ'ল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মিঃ টাপম্যান, মিঃ শ্নডগ্রাস, মিঃ উইঙ্ক্‌ল্ ও মিঃ —এই চার জনে যাত্রা করলেন।

কিন্তু ওঁরা একে বড় লোকের ছেলে, তায় কখনও

বেরোন নি, সুতরাং গোড়া থেকেই নানা বিভ্রাট ঘট্‌তে শুরু হ'ল। প্রথমেই যেখানে, মানে যে সরাইখানায় ওঁরা বিশ্রাম করলেন, সেইখানে ত এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হলেন, তার ওপর আবার যে ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে যাত্রা আরম্ভ করলেন সে ঘোড়াটা হঠাৎ গেল ক্ষেপে। ফলে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ওঁদের হেঁটে যেতে হ'ল।

যাই হোক্—এবার ওঁরা আশ্রয় পেলেন মিঃ ওয়ার্ডল্ ব'লে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ভদ্রলোক জমিদার মানুষ, শিকার করবার মত প্রকাণ্ড বাগান, খামার-বাড়ী সবই ছিল! কথা হ'ল এইখানেই ওঁরা কয়েকদিন বিশ্রাম করবেন এবং পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবেন।

বেশ জায়গা, মানুষগুলি ভাল—পিক্‌উইকদের দিন আরামেই কাটতে লাগল! খালি কিছু যা গোলমাল বাধালেন মিঃ উইঙ্ক্‌ল্‌। তিনি নিজে বন্দুক ধরতে পারতেন না, কিন্তু সে কথা মুখে কিছুতেই স্বীকার করতেন না, ব'লে বেড়াতেন যে তিনি মস্ত শিকারী। ফলে মিঃ ওয়ার্ডল্ একদিন পাখী শি[illegible]রের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন যে উইঙ্ক্‌ল্‌কে যেতে [illegible]রে।

[illegible]লের মুখ শুকিয়ে উঠল, হাত পা কাঁপতে লাগল; [illegible]জায় মুখে কিছু বলতেও পারলেন না। বন্দুক হাতে [illegible]কারে যেতেই হ'ল। প্রথম গুলি-ত কারুর গায়েই লাগল

না—শেষে একটা গুলি যদি বা লাগল, সে পাখীর গায়ে নয় —তাঁর বন্ধু টাপম্যানের গায়ে।

সকলে হৈ হৈ ক'রে উঠল। পিক্‌উইক্‌ রেগে উইঙ্ক্‌ল্‌কে গালাগাল দিতে লাগলেন। যাই হোক—শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে টাপম্যানের আঘাতটা খুব সাংঘাতিক নয়।

এখানে আরও কিছুদিন থাকবার পর পিকউইক কতকগুলি গল্প ও কতকগুলি পুরাতন প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ ক'রে লণ্ডনে ফিরে এলেন। এর মধ্যে নানা ছোট ছোট ঘটনা ঘট্‌ল কিন্তু তোমাদের সে কথা এখানে বলবার জায়গা নেই। এবং আরও যে সব হাস্যকর ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে মিঃ পিক্‌উইক্‌ ও তাঁর দল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সে সব কথা সংক্ষেপে বলবারও উপায় নেই; একটুখানি ইংরাজী শিখে নিয়ে তোমরা প্রথমেই এই বইটি পড়ে দেখো, যথেষ্ট আনন্দ পাবে। এখন শুধু একটি মজার ব্যাপার শুনিয়ে দিই—

মিঃ পিক্‌উইক্‌ একটি বাড়ীর ওপর-তলায় ভাড়া থাকতেন। তিনি বিবাহ করেন নি, কোন মেয়েছেলে আত্মীয়ও ছি[illegible] সুতরাং তাঁর ঘর-কন্না দেখাশুনো করার ভার ছিল [illegible] বাড়ীওয়ালী মিসেস্‌ বার্ডেলের ওপর। মিঃ পিক্‌[illegible] ভাল মানুষ এবং দয়ালু ছিলেন সুতরাং সকলকার স[illegible] ভাল ব্যবহার করতেন; বিশেষ ক'রে মিসেস্‌ [illegible] একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, এবং কষ্টে সংসার [illegible]।

শুনে তিনি নানারকমে ওদের সাহায্য করতেন, সর্ব্বদাই মিষ্টি কথা বলতেন।

কিন্তু এতে ফলটা দাঁড়াল বিপরীত। মিঃ পিক্‌উইকের অনেক পয়সা আছে তা মিসেস্ বার্ডেল জানত, সে মনে মনে এক মতলব এঁটে ফেললে। একদিন মিঃ পিক্‌উইকের বন্ধুরা এবং নব-নিযুক্ত চাকর স্যাম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে, পায়ের শব্দে তা বুঝতে পেরে সে হঠাৎ মিঃ পিক্‌উইকের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল।

মিঃ পিক্‌উইক্-ত অবাক! তিনি বিব্রত হ'য়ে মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকাডাকি ক'রতে লাগলেন, কী হ'ল প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন এবং সুস্থ ক'রে তোলবার জন্য নানারকমে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু ব্যাপারটা কি অনেক চেষ্টাতেও বুঝতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে বন্ধুরা ঘরের মধ্যে এসে পড়ে ওঁদের ঐ অবস্থায় দেখে ফেললেন। তাঁরা ত আর আসল কথা জানেন না, তাঁরা ভুল বুঝে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলেন।

...স্ বার্ডেল অবশ্য শিগ্‌গিরই সুস্থ হ'য়ে উঠে ঘরে চ...

...কিন্তু এর কিছুদিন পরেই মিঃ পিক্‌উইক্, 'ডড্‌স ... এ্যাটর্ণীদের কাছ থেকে এক লম্বা চিঠি পেলেন ... হচ্ছে এই—

পিক্‌উইক্ নাকি মিসেস্ বার্ডেল নাম্নী এক সর...

বিধবাকে বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু এখন আর তাকে বিবাহ ক'রতে রাজী হচ্ছেন না। এতে ক'রে তাঁদের মক্কেল মিসেস্ বার্ডেলকে অত্যন্ত অপমানিত করা হয়েছে। সুতরাং সেই অপমান ও আশা ভঙ্গের ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ পত্রপাঠ যেন মিঃ পিক্উইক্ তিন হাজার পাউণ্ড ওদের অফিসে দিয়ে যান, নইলে চুক্তিভঙ্গের দাবীতে তারা নালিশ ক'রবে এবং আদালতের সাহায্যে ঐ তিন হাজার পাউণ্ড আদায় ক'রে নেবে।

রাগে ও বিস্ময়ে মিঃ পিক্উইক্-এর মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কথাই বেরোল না। মানুষ এত বদমাইস্ হ'তে পারে? তিনি যেন কথাটা ধারণাই ক'রতে পারলেন না ভাল ক'রে। তারপর ছুটলেন ঝগড়া ক'রতে ডডসন এ্যাণ্ড ফগের আফিসে।

কিন্তু তারা মহা পাজী লোক, এইরকম জুচ্চুরী ক'রে আর ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করাই তাদের পেশা, মিঃ পিক্উইক্ তাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? তিনি যেমন গিয়েছিলেন, তেমনই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন, ফল কিছুই [illegible]না।

মিঃ পিক্উইকের এ্যাটর্ণী যিনি, মিঃ পার্কার, [illegible] উইককে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে পাজীগুলো যখ[illegible] লেগেছে তখন কেলেঙ্কারী একটা বাধাবেই, তা[illegible] সামান্য কিছু দিয়ে ওদের সঙ্গে একটা রফা কর[illegible]

কিন্তু মিঃ পিক্‌উইক্‌ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত-মাত্র করলেন না, বললেন, জীবনে কখনও কোন অন্যায় আমি করিনি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারব না, এতে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। আমার কাছে ভিক্ষা চাইলে নিশ্চয়ই দিতুম কিন্তু ঠকিয়ে নিতে দেব না।

অগত্যা পার্কার চুপ ক'রে গেলেন। কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে থেকে ডডসন এণ্ড ফগ্‌ মোকদ্দমা জুড়ে দিলেন। মিঃ পিকউইক অবাক হ'য়ে দেখলেন যে কেমন তাঁর সব সাক্ষীরা অবলীলাক্রমে সত্য কথা বলবার শপথ ক'রে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যেতে লাগল। এই ভাবে রীতিমত রকম প্রমাণ হ'য়ে গেল যে মিঃ পিকউইক মিসেস্‌ বার্ডেলকে বিবাহ করবার জন্য যতরকম চেষ্টা করা সম্ভব তা সবই করেছিলেন, কিন্তু এখন আর তিনি বিয়ে করতে চাইছেন না।

মিঃ পিকউইকের বন্ধুদেরও সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তাঁরা শপথ ক'রে মিথ্যে কথা বলবেন কি ক'রে? সুতরাং তাঁদের স্বীকার ক'রতেই হ'ল যে তাঁরা [illegible] দিন যখন ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন দেখতে পেয়েছিলেন [illegible] বার্ডেল মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে আছে এবং মিঃ পিকউইক [illegible] রকমে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

[illegible] সকলেই নির্ব্বিবাদে দিলে, খালি গোলমাল বাধল মিঃ [illegible]কের চাকর স্যামকে নিয়ে। স্যাম যেমন প্রভুভক্ত তেমনি

ধূর্ত্ত—সে যে সহজে ডডসন আর ফগকে নিষ্কৃতি দেবেনা, তা আগে থাকতেই মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল! তাই তাকে যখন তলব করা হ'ল, তখন সে নিতান্ত ভালমানুষের মত এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল, যেন কিছুই জানে না, অত্যন্ত গো-বেচারা!

জজ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি বাপু?

স্যাম জবাব দিলে, স্যাম ওয়েলার, হুজুর!

বিলেতে অশিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় W'র উচ্চারণ করে V'র মত। তাই ঠিক বুঝতে না পেরে বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়েলার বানান করো কি দিয়ে? V না W?

স্যাম বেশ খোস-মেজাজে জবাব দিলে, যার যেমন অভিরুচি, কেউ ভি লেখে, কেউ লেখে ডবলিউ। তবে আমার মত যদি জিগ্যেস করেন হুজুর, তা আমি বলি ও ভি লেখাই ভাল।

এইখানে এক মজার ব্যাপার ঘট্‌ল। স্যামের বাবা মফস্বলে গাড়ী চালাতেন, তিনিও এই মোকদ্দমা দেখবার জন্য এসেছিলেন, তিনি এই সময়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে ব'লে উঠলেন, সামুয়েল ঠিক বলেছ, ও 'ভি'ই লিখে নিন্ হুজুর।

এই ধৃষ্টতায় জজ সাহেব অত্যন্ত চটে গেলেন, ক'রে বললেন, কার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আদালতে ব্যাঘাত করে? চাপরাশী!

চাপরাশী বললে, হুজুর!

ঐ লোকটারে ধরে আনো এখানে শিগ্‌গির!

চাপরাশী হুকুম শোনা-মাত্র ছুট্‌ল বটে কিন্তু ঠিক কাকে ধরে আনতে হবে বুঝতে না পেরে খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে হতাশ হ'য়ে ফিরে এল। দর্শকরাও হৈ-চৈ ক'রে হেসে উঠেছিল, তারা একটু শান্ত হ'য়ে বসতে বিচারপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে স্যামকে প্রশ্ন করলেন, ও লোকটা কে কথা কইলে জানো ?

স্যাম কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে জবাব দিলে, আমার সন্দেহ হচ্ছে হুজুর ও মানুষটি আমার নিজেরই জন্মদাতা !

জজ বললেন, দেখতে পাচ্ছ তাকে এখানে ?

স্যাম সোজা আদালতের ছাদের দিকে চেয়ে জবাব দিলে, কৈ দেখতে ত পাচ্ছি না !

জজ বাহাদুর রেগে বললেন, যদি তাকে বার ক'রতে পারতে, ত দেখিয়ে দিতুম মজা একবার !

স্যাম সে কথার জবাব না দিয়ে ভক্তিভরে শুধু ঘাড় নেড়ে একটি নমস্কার ক'রলে।

এইবার বাদীপক্ষের উকীল জেরা শুরু করলেন, তুমি এই মিঃ পিকউইকের কাছে চাকরী করো ? বল, জবাব দাও—

স্যাম বললে, আজ্ঞে জবাব দেবারই ত চেষ্টা করছি ; হ্যাঁ ব[illegible] পিকউইকের কাছেই চাকরী করি, এবং এ-রকম [illegible]হওয়া সৌভাগ্যের কথা।

[illegible] রসিকতা ক'রে বললেন, মাইনে বেশী—কাজ কম,

স্যাম বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মাইনেটা একটু বেশীই বটে।

উকীল অতঃপর প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মিঃ ওয়েলার, তুমি যে দিন প্রথম মিঃ পিকউইকের কাজে ভর্ত্তি হও, সেদিন সকালের কোনও বিশেষ ঘটনা মনে আছে তোমার ?

স্যাম জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।

উকীল সগর্ব্বে বললেন, কী সে ঘটনাটা একটু সবিস্তারে বলো দেখি জুরীদের কাছে—

স্যাম প্রশান্তমুখে বললে, আজ্ঞে, সেই দিনই আমি এক স্যুট্ আন্‌কোরা নতুন পোষাক মিঃ পিকউইকের কাছ থেকে পেয়েছিলুম। তার আগে আর নতুন পোষাক কখনও পাইনি কি না! ঐ দিনটা তাই আমার কাছে স্মরণীয় দিন!

বলা বাহুল্য যে এই উত্তরে সমস্ত আদালত সুদ্ধ লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠল। বিচারপতি চটে উঠে বললেন, খুব সাবধান ছোকরা!

স্যামও ঘাড় নেড়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, মিঃ পিকউইকও পোষাকটা দেবার সময় ঠিক ঐ কথাটাই ব'লে দিয়েছিলেন। আমিও খুব সাবধানেই পোষাকটা ব্যববহার ক'রে থা

জজ কট্‌মটিয়ে স্যামের চোখের দিকে চেয়ে র
স্যামের প্রশান্ত মুখের দিকে মিনিট দুই চেয়ে
সে ঠাট্টা করছে কি না ঠিক বুঝতে না পে
নিলেন।

উকীল তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে পুনরায় জেরা শুরু করলেন, তুমি কি বলতে চাও বাপু যে সেদিন ঘরের মধ্যে মিসেস্ বার্ডেল মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন কি না তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানো না?

স্যাম জবাব দিলে, আজ্ঞে না, যেহেতু আমি সবসময়ে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়েছিলুম। শেষ পর্য্যন্ত যখন মিঃ পিকউইক আমায় ভেতরে ডাকলেন, তখন ও বুড়ী সেখানে ছিল না।

উকীল একটু রুক্ষস্বরেই বললেন, তুমি সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলে, অথচ ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখতে পেলে না? কপালের মাঝে তোমার এক জোড়া চোখ নেই?

স্যাম ঘাড় নেড়ে বললে, কপালের মাঝে আমার মাত্র এক জোড়া চোখ আছে ব'লেই আমি দেখ্‌তে পাইনি। ও দুটো যদি এক-জোড়া চোখ না হ'য়ে একজোড়া দুরবীন হ'ত তা হ'লে হয়ত-বা সিঁড়ি ভেদ ক'রে, দুই ইঞ্চি পুরু দরজা ভেদ ক'রেও কিছু দেখতে পেতুম।

আবার দর্শকরা হেসে উঠ্‌ল। এমন কি অমন যে কড়া হাকিম, তাঁর ঠোঁটের আড়ালেও হাসি দেখা দিল। বাদীপক্ষের উকীলের মুখ অপমানে ও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। তিনি ফগের সঙ্গে চুপি চুপি কী পরামর্শ ক'রে নিয়ে ও দুলালেন। বললেন, আচ্ছা স্যাম, গত জানুয়ারী ওবার মিসেস বার্ডেলের বাড়ী গিয়েছিলে, সে কথা আছে?

স্যাম বললে, আছে বৈ কি! খুব মনে আছে!

যাক!

উকীল হাঁফ ছেড়ে বললেন, তবু ভাল। এতক্ষণে তবু তোমার কাছ থেকে কিছু খবরের হদীশ হ'ল।

স্যাম সর্ব্বদাই সপ্রতিভ, সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে!

আবারও দর্শকদের মধ্যে হাসির গুঞ্জন শোনা গেল।

উকীল অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ ক'রে, মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, বোধ হয় মামলার কথাই একটু-আধটু আলোচনা ক'রতে গিয়েছিলে, না?

স্যাম বললে, কিছু বকেয়া ভাড়া বাকী ছিল, সেইটে চুকিয়ে দিতে গিয়েছিলুম; তবে হ্যাঁ, মামলার কথাও কিছু কিছু হয়েছিল বৈ কি!

হ্যাঁ, মামলার কথা কী হ'ল বলো দেখি বাপু!

এই ব'লে উকীল একবার সগর্ব্বে সমস্ত আদালতটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন, যেন তাঁরই অসাধারণ বুদ্ধির বলে এত বড় স্বীকারোক্তিটা স্যামের মুখ দিয়ে বেরোল।

স্যাম বললে, মিসেস বার্ডেল আর তাঁর জন-দুই ছিলেন, ঐ যে যাঁরা এইমাত্র সাক্ষী দিয়ে গেলেন' আলোচনা করছিলেন যে ডডসন আর ফগের মত এ্যাটর্ণী দেখা যায় না—

উকীল তাড়াতাড়ি জুরীদের বুঝিয়ে দিলেন, বাদীপক্ষের এ্যাটর্ণী—

ডডসন আর ফগ'ও সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বসলেন।

স্যাম তার নিজের কথারই জের টেনে ব'লে চলল, নইলে বিনা পয়সায় তাঁরা এই মোকদ্দমাটা চালাবেন কেন? তাঁরা নাকি মিসেস্ বার্ডেলের কাছ থেকে এক পয়সাও নেন্ নি, কথা আছে যে মিঃ পিকউইকের কাছ থেকে টাকা আদায় হ'লে তাঁরা নিজেদের খরচা তাই থেকে কেটে নেবেন।

এবার দর্শকরা অট্ট হাস্য ক'রে উঠল। ডডসন আর ফগ যে কোথায় মুখ লুকোবে ভেবেই পেলে না। তখন বাদীপক্ষের উকীল তাড়াতাড়ি স্যামকে বিদায় ক'রে দিলেন। কারণ এই দুর্ম্মুখ লোকটিকে আর জেরা ক'রলে আরও কী ভয়ানক কথা বলবে তার ঠিক কি?

যাই হোক—

মিঃ পিকউইকের মোকদ্দমা চল্‌ল। আরও দুজন-তিনজনের সাক্ষী নেওয়া হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত জুরীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জজ [illegible] ব্যস্ত করলেন যে বাদীপক্ষের দাবীই ঠিক এবং মিঃ [illegible]দের ওপর সাতশ' পঞ্চাশ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের আদেশ [illegible]র।

[illegible]কউইক জবাব না নিয়ে বাইরে চলে এলেন।

পার্কার যখন মোকদ্দমার কথা তুল্‌তে গেলেন তখন তিনি বললেন, ও কথা এখন থাক।

ডডসন আর ফগের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে শুধু তিনি একবার জ্বলে উঠলেন, বললেন, কী, ভেবেছ যে আমার কাছ থেকে টাকাটা আদায় ক'রে তোমরা মজা ক'রবে, না ?

ডডসন বিনীতভাবে বললে, সেইরকম আশা করি অন্তত—

মিঃ পিকউইক চেঁচিয়ে বললেন, এক পয়সাও পাবে না। এক আধলাও না, যদি আমায় চিরকাল এরজন্য জেলে পচ্‌তে হয়, তবুও না।

ফগ একটু হেসে বললে, আচ্ছা, দেখা যাক !

এর পরে মিঃ পিকউইক আরও দু'চার জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। ইতিমধ্যে তাঁর অন্য বন্ধুরা ও মিঃ পার্কার অনেক অনুরোধ করলেন টাকাটা দিয়ে দেবার জন্য, বুঝিয়ে বললেন যে ছোটলোকের সঙ্গে বিবাদ না করাই ভাল, কিন্তু মিঃ পিকউইক অটল ! তাঁর সেই এক কথা—অন্যায় ক'রে [illegible] কাছ থেকে এক পয়সাও আদায় ক'রতে পারবে না।

ফলে মাস-তিনেক পরে একদিন আদালতের পে[illegible] মিঃ পিক্‌উইককে ধরে নিয়ে গেল। টাকা ধার নিয়ে [illegible] না পারলে যে জেলে যেতে হয় মিঃ পিক্‌উইককে সে[illegible] নিয়ে যাওয়া হ'ল ! সেখানে গিয়ে নানারকমের অস[illegible]

লোকের মধ্যে বাস করতে তাঁর খুবই কষ্ট হ'ল বটে তবুও তিনি টাকা দিতে রাজী হলেন না। স্যাম তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইলে কিন্তু মিঃ পিক্‌উইক্‌ বললেন, তুমি কেন মিছিমিছি আমার জন্য কষ্ট পাবে, তোমার থাকা হবে না। স্যাম তখন সটান্‌ তার বাবার কাছে কিছু টাকার একটা খৎ লিখে দিয়ে তাঁকে দিয়ে নিজের নামে নালিশ করালে এবং জেলে ঢুকল। পিক্‌উইক্‌কে এসে বললে, যে আমায় জেলে দিয়েছে তাকে টাকা দিলেও সে আমায় ছেড়ে দেবে না, জেল খাটাবেই, ভারী কড়া লোক !

মিঃ পিক্‌উইক্‌ সবই বুঝলেন ; স্যামের প্রভুভক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন !

এইভাবে আরও কিছুদিন তাঁর জেলে কাট্‌ল। ডডসন আর ফগ যখন দেখলে মিঃ পিক্‌উইক্‌ সত্যি-সত্যিই টাকা দেবেন না, তখন তারা তাঁকে ছেড়ে মিসেস বার্ডেলকে মোকদ্দমার খরচের জন্য [illegible]লে দিলে ! মিসেস্‌ বার্ডেল তখন বুঝতে পারলে যে ওদে[illegible] কথা শুনে মিঃ পিক্‌উইকের নামে মোকদ্দমা এনে বি[illegible] [illegible] করেছে। সে মিঃ পিক্‌উইকের পায়ে এসে কেঁদে[illegible] [illegible]মিঃ পিক্‌উইক নিজের কষ্ট যদিও নীরবে স[illegible] [illegible] পরের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। টাকা[illegible] [illegible]র ফগকে দিয়ে মিসেস্‌ বার্ডেলকে মুক্তি দিলেন।

ক্রিস্‌মাস্‌ কোরোল্‌

বড়দিনের আগের দিন—

মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা একদিন যখন চরমে পৌঁচেছিল, তখন ভগবানের কাছ থেকে আশা ও আনন্দের বাণী বহন ক'রে এক মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেই মহাপুরুষ, ভগবানের সেই প্রিয়তম পুত্র যীশু সে-দিন এই ধরণীর বুকে জন্মগ্রহণ করেন, সেই শুভদিনটিকে স্মরণ ক'রে জগতের সমস্ত ক্রীশ্চানরা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন; সেই দিনটিই বড় দিন। এবং আমরা এম্‌নিই একটি বড় দিনের কাহিনী তোমাদের শোনাব।

বাইরের আকাশ অবিশ্রাম তুষারপাত করছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত অফিস-আদালত দোকান-পাট বন্ধ হ'য়ে গেছে, আগামী উৎসবের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। প্রতিদিনের দুঃখ-ময় কর্ম্মব্যস্ততা থেকে অবসর পেয়ে সকলে ঘরে বা বাইরে আনন্দের সমারোহে মেতে উঠেছে!

কিন্তু মারলি ও স্ক্রুগের দোকানে তখনও আ...
তাদের ব্যবসায়ে তখনও ছুটি হয়নি।

এই কারবার যে দুই বন্ধু করেছিল তাদের ...

বহুদিন মরে গেছে, স্ক্রুগ নিজে দাঁড়িয়ে তার শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করেছে, কিন্তু ওর নামটা এখনও দোকানের সাইনবোর্ড থেকে মুছে দেয়নি।

এই স্ক্রুগ লোকটি অত্যন্ত কঠিন। দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতার সে ধার ধারে না। পয়সার দাম তার কাছে খুব বেশী। চির জীবন সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে টাকা রোজগার করেছে, আজও ক'রে চলেছে; যদিও সে টাকা খাবার লোক এ সংসারে তার আর কেউ নেই। একটি পয়সা সে কখনও কাউকে ভিক্ষে দেয়নি, কখনও কাউকে একটা মিষ্টি কথা বলেনি।

স্ক্রুগ এই বড়দিনটাকে দুচোখে দেখতে পারত না। উৎসব করার নাম ক'রে লোকে খামকা অর্থ ব্যয় করে কেন তা সে ভেবেই পেত না। শুধু তাই নয়, এই একটা দিন সে তার কেরানী বব্‌কে ছুটি না দিয়ে পারত না। এর জন্যও এই দিনটার ওপর তার বিষম রাগ ছিল, কাজ না ক'রে মাইনে নেওয়া—এর সঙ্গে লোকের পকেট কাটায় তফাৎ কি?

যাই হোক,—পরের দিন যখন ছুটি দিতেই হবে, তখন সেদিন যতদূর সম্ভব খাটিয়ে না নিয়ে সকাল ক'রে ছুটি দেবে
স্ক্রুগ নয়। সেইজন্যই তখনও তার ঘরে আলো
সে নিজে হিসেবের খাতা বার ক'রে হিসাব লিখছে
পেছনে বসে খাতা খুলে ভাবছে যে কখন মনিবের

এমন সময়ে দোর খুলে দম্কা দক্ষিণা-বাতাসের মত স্ক্রুগের ভাগ্নে ঘরে ঢুকল। তার সমস্ত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, মুখে সর্ব্বদা হাসি লেগেই আছে। সে ঘরে ঢুকেই বললে, কী মামা খবর কি ?

স্ক্রুগ তার এই চাপল্য, আনন্দের এই অহেতুক উচ্ছ্বাস দেখ্‌তে পারত না, অপ্রসন্ন মুখে শুধু বললে, হুঁ !

ভাগ্নে বললে, আচ্ছা মামা, বড় দিনে কোন আমোদ-আহ্লাদ করেন না কেন ? কখনও-ত কিছু ক'রতে দেখি না !

সহসা জ্বলে উঠে স্ক্রুগ জবাব দিলে, কী জন্যে করব ? শুধু শুধু খরচা বাড়ানো ছাড়া ত আর কিছু নয় ? তুমিই বা আমাদের কথা মুখে আনো কী সাহসে বাপু, অবস্থা ত অন্তোভক্ষ্য ধনুর্গুণো।

সে বললে, অবস্থায় কি এসে যায় ? আপনার ত অবস্থা ভাল, আপনি ঘরের কোণে চুপ ক'রে বসে থাকেন কেন ?

স্ক্রুগ বললে, আমার যা খুশী আমি তাই করি, তোমার যা খুশী তুমি তাই করগে ; মরো, উচ্ছন্নয় যাও, আমার কি ? আমাকে রেহাই দাও—

সে বললে, মামা, এই একটা দিন মানুষ তার ভুলে যায়, যার যা অবস্থা তারই মধ্যে উৎসব-আনন্দ ক মধ্যে দান-ধর্ম্ম করার চেষ্টা করে ; এতে মনের আ পায়, চিত্তের বিস্তৃতি ঘটে ; এর কি কিছু মূল্য নেই ?

আনা -পয়সার হিসেব ছাড়াও ত পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, শুধু টাকার লাভটাই কি লাভ ?

স্ক্রুগের কেরাণী পেছন থেকে ওর ভাগ্নের কথায় অস্ফুট স্বরে সায় না দিয়ে পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রুগ চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে, ফের যদি তোমার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোয় ত সেই মুহূর্ত্তে তোমার চাকরী যাবে মনে রেখো !

…আর তুমিও বাপু সরে পড়ো—তোমার অত জ্যাঠামীতে কাজ নেই—

ভাগ্নে অগত্যা চলে গেল। তারপরই দুটি ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। তাঁরা এসেছিলেন কী একটা সৎ কাজের জন্য চাঁদা চাইতে, স্ক্রুগ এক-রকম তাঁদের দূর-দূর ক'রেই তাড়িয়ে দিলে ! তারপর আরও খানিকটা অযথা দেরী ক'রে' অর্থাৎ বব্‌কে যতটা সম্ভব দেরী ক'রে ছুটি দেওয়া যায় তারই ব্যবস্থা ক'রে, শেষ পর্য্যন্ত অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ করার অনুমতি দিলে। তারপর বাড়ীতে ফিরে এসে একা-একা বসে খাবার খেয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করলে।

স্ক্রুগের বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। সে বিয়ে করেনি, আত্মীয়-স্বজনও কেউ তার সঙ্গে থাকত না, স্রেফ্‌ একলা সে। অন্যদিন এতে সে একটুও অসুবিধা বোধ করেনি কিন্তু সেদিন কে জানে কেন তার কেমন ভয়-ভয় করতে

লাগল। সে বেশ ক'রে সমস্ত দোরে তালা এঁটে অগ্নিকুণ্ডের ধারে এসে আরাম ক'রে বসল! কিন্তু বসবার কিছুক্ষণ পরেই মনে হ'ল কে যেন নীচের দোরে কড়া নাড়ছে!

তার বাড়ীতে আবার কে এল? প্রথমটা মনে হ'ল ওটা কল্পনা। কিন্তু একটু পরেই যেন আবার কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। তারপরেই মনে হ'ল কে যেন নীচের দোর খুললে, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরেও উঠছে—

স্ক্রুগ নিজে হাতে দোর দিয়েছে, সুতরাং সে জোর ক'রে মনে বল এনে আপন মনেই ব'লে উঠ্‌ল, যত সব বাজে ভয়! হুঁ!

কিন্তু পদশব্দ থাম্‌ল না, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একেবারে তার ঘরের বাইরে এসে থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর কড়া নাড়ল; কিন্তু স্ক্রুগ তবুও উঠ্‌ল না।

একটু পরে রুদ্ধ দোর ভেদ ক'রেই এক ছায়া-মূর্ত্তি তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল; নিঃশব্দে তার সামনে এসে দাঁড়াল!

সে ছায়ামূর্ত্তি মারলির!

তার কোমরে যেন অসংখ্য শৃঙ্খল, কিন্তু সে শৃঙ্খল (নয়; ক্যাসবাক্স-দলিল-খৎ-তমসুক-হিসেবের খাতা ... শেকল তাকে সর্ব্বাঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছে, তা ... ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে!

স্ক্রুগ একটু যেন ভয়ে ভয়েই তার দিকে চাইলে, কিন্তু ভয়

হ'লেও তার বাইরে তা প্রকাশ পেলে না, বললে, কে বাপু তুমি, কি চাও ?

ছায়ামূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে বললে, গত জন্মে আমি ছিলুম জ্যাকব মারলি—

স্ক্রুগ বললে, তার মানে তুমি ভূত ?…ছেৎ, বাজে কথা!…তারপর আপন মনেই বিড়বিড় ক'রে বল্‌লে, সন্ধ্যেবেলা কী খেয়েছি তা এখনও হজম হয়নি, তাই স্বপ্ন দেখছি—

প্রেতাত্মার দেহের সমস্ত শৃঙ্খল যেন এক সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল। ক্রোধে সে চীৎকার ক'রে বললে, পাপিষ্ঠ, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছেনা ?

এইবার স্ক্রুগ সত্যিই ভয় পেলে, বললে, করছি, ভাই করছি, তা…তুমি একটু বসবে না!…তোমার এ অবস্থা কেন ? এ সব কি ?

প্রেতাত্মা বললে, এই সব শৃঙ্খল আমি সারাজীবন ধ'রে নিজেই তৈরী করেছি, আজ তাই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এ তোমাকেও এই ভাবে বইতে হবে একদিন ; যারা পরকে এবং নি[illegible]আকে বঞ্চিত ক'রে শুধু টাকা জমিয়ে যায়, তাদের [illegible]ই হয়!…আমি কখনও ঐ দোকানঘর ছেড়ে কোথাও যাইনি, আজই তারই শাস্তি-স্বরূপ এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে! তোমাকেও হবে—এই ভগবানের সৃষ্ট

পৃথিবীতে এক জায়গায় বসে বসে টাকা গোনবার জন্য জন্মাও নি। ঘুরতে তোমায় হবেই, এ-জীবনে না হয় মরণের পর।

স্ক্রুগের যেন মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রতে লাগল, সে বললে, তা তুমি কি তাহ'লে এই সাত বছর ধরে ঘুরেই বেড়াচ্ছ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মারলি বললে, হ্যাঁ এই সাত বছর ধরে—

স্ক্রুগ জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তুমি ত কখনও অন্যায় ক'রে লোককে ঠকাওনি, সৎভাবেই ব্যবসা করেছ, তবে তোমার এ-হাল হ'ল কেন?

জ্যাকবের প্রেতমূর্ত্তি জবাব দিলে, পৃথিবীতে মানুষ শুধু ব্যবসা ক'রতেই আসে না, মানুষের প্রতি তার অন্য কর্ত্তব্য আছে। দয়া, দাক্ষিণ্য, মমতা—এ সব বর্জ্জন ক'রে শুধু টাকা রোজগারের জন্য ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান্‌নি, একথা যারা ভুলে যায়, তাদের আমার মত, কিম্বা আমার চেয়েও দুঃখ পেতে হয়। যাক্‌—শোন এবিনেজার স্ক্রুগ, তোমার এখনও হয়ত উপায় আছে, এখনও হয়ত চেষ্টা করলে, আমার এই দুর্ভাগ্য থেকে পরিত্রাণ পেতে পারো। নইলে তোমাকেও দুঃখ পেতে হবে।

স্ক্রুগ সাগ্রহে বললে, কী উপায়, ভাই মারলি?

মারলির প্রেতমূর্ত্তি বললে, আরও তিনজন তোমার কাছে আসবে, তার মধ্যে প্রথম জন আসবে আজই রাত্রি একটার সময়ে!

স্ক্রুগ সংবাদটায় যে বিশেষ খুসী হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য ; সে রীতিমত দমে গিয়ে বললে, বলো কি ! এ ছাড়া কি আমার মুক্তির আর কোনও আশা নেই ? তাহ'লে না হয় বরং—

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রেতাত্মা বললে, ওরাই তোমার মুক্তির উপায় ব'লে দেবে ; তোমার প্রতি এখনও আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে ব'লেই বিশেষ চেষ্টা করেছি ওদের আনবার জন্য !

এর একটু পরেই মারলি অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

খানিকটা পরে স্ক্রুগও ব্যাপারটাকে দুঃস্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল !

:

কিন্তু ঠং ক'রে ঘড়িতে একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রুগের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে বিছানায় উঠে বসে একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে—

ও কি ?

ঘরময় আলো জ্বলে উঠ্‌ল কিসের ? মশারীই বা সরিয়ে দিলে ...ক ?

...লকের মত চেহারা, অথচ মাথার চুল সব পেকে সাদা ...হ, এম্‌নি একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার মশারীর ...,...কেবারে নাকের কাছে।

...গ একটু থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে বললে, মাপ করবেন আপনিই কি সেই ভুত ? মানে যাঁর আসবার কথা ছিল ?

সে বললে, হুঁ। আমি বিগত বড় দিনের প্রেতাত্মা!

স্ক্রুগ বললে, অনেককাল আগেকার বড়দিন?

না, তোমার জীবনে যে সব বড়দিন এসেছিল তারই প্রেতাত্মা আমি! এসো আমার সঙ্গে—

সে স্ক্রুগের হাত ধরে টেনে তুললে, তার হাত যদিও খুব নরম কিন্তু তার মুঠোয় দস্তুর মত জোর ছিল, স্ক্রুগকে বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে যেতে হ'ল, বাধা দিতে পারলে না। ভূতটা তাকে নিয়ে জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে শূন্যে উঠ্‌ল—তারপর আকাশ-পথে অনেকখানি চলবার পর এক জায়গায় নেমে এল যেখানে নাম্‌ল সে স্থানটি স্ক্রুগের বিশেষ পরিচিত। সে তার জন্মস্থান!

ভূত প্রশ্ন করলে, কী, চিন্‌তে পার?

স্ক্রুগ বললে, বিলক্ষণ! আমার চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলে এখানে আমি পথ চিনে যেতে পারি।

ভূত তখন তাকে সঙ্গে ক'রে একটা স্কুল-বাড়ীর কাছে নিয়ে গেল। স্কুলের বোধ হয় ছুটি হয়ে গিয়েছে, ছেলেরা কেউ নেই, শুধু সেই নিস্তব্ধ স্কুলঘরের মধ্যে একটি ছেলে বসে ছিল, স্ক্রুগ দেখে চম্‌কে উঠল, এ যে সে নিজেই, ছেলেবেলায় যেমন ছিল. যেমনভাবে বসে থাকৃত, ঠিক তেম্‌নি!

পুরোনো ভাঙ্গা স্কুল-বাড়ীর এই স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি, এর ভাঙ্গা বেঞ্চিগুলি, প্রত্যেকটি তার বিশেষ পরিচিত; আর ঐ যে

ছেলেটি আগুণের ধারে একটি বই হাতে ক'রে বসে আছে, এরও মুখ ত তার অচেনা নয়! তার নিজের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখে জল এসে পড়ল।

দেখতে দেখতে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হ'ল।

একটি মেয়ে ছুটে এসে ঐ নিঃসঙ্গ বালকটিকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, ভাই এবিনেজার, বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি, বাবা বলেছেন যে তোমাকে আর এখানে ফিরে আসতে হবে না। আমরা বড়দিনে সকলে মিলে খুব ফুর্ত্তি করব, কেমন ?

বালক স্ক্রুগও তখন মনের আবেগে ঐ ছোট্ট বোনটিকে জড়িয়ে ধরেছে, সে বললে, ইস্‌ কত বড় হয়েছিস্‌ রে ? তোকে যে আর চেনাই যায় না!

তারপর এই দুটি ছোট ছেলেমেয়ে মনের আনন্দে কত কথা কইতে লাগল—ঘরের কথা, বাপ-মায়ের কথা, বড়দিনের কথা—আরও কত কি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে বৃদ্ধ স্ক্রুগ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

ওর সঙ্গী ভুতটি কঠিন কণ্ঠে বললে, এই তোমার একমাত্র বোন ছিল না ?

সে চোখ মুছে জবাব দিলে, হ্যাঁ, বেচারী মারা গেছে।

ছেলেমেয়ে রেখে গেছে না ? ভুত জিজ্ঞাসা করলে।

স্ক্রুগ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, হ্যাঁ, একটি ছেলে। আমার ভাগ্নে

আবারও দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হ'ল। স্ক্রুগের মালপত্র নিয়ে দুই ভাই-বোন মনের আনন্দে স্কুল ত্যাগ করছে! এই সময় ভূতও তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দু'জনে কত রাস্তাঘাট পেরিয়ে এক লোহার দোকানে এসে হাজির হ'ল।

ভূত বললে, কী, চিন্‌তে পার?

চিনতে পারব না? বাঃ—এখানে আমি কাজ করেছি যে! আরে—এই যে আমার বুড়ো মনিব ফিজিউইগ্‌!

বৃদ্ধ, সহাস্য-মুখ ফিজিউইগ্‌, আর তার সঙ্গে তার দুই কর্ম্মচারী; যুবক স্ক্রুগ ও আর একজন, 'ডিক' তার নাম, এই ক'জনের মূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল।

বুড়ো ফিজিউইগ্‌ এই বড়দিন হ'লে তাদের কত বকশিশ দিত, কত খাওয়াত, কত আনন্দময় ব্যবস্থা ক'রে দিত; সেই সব দৃশ্য একে-একে ওদের চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে লাগ্‌ল!

স্ক্রুগ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ভারী ভাল লোক ছিল বুড়ো; বেচারা—! মারা গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর, বললে, তাইত—

ভূত ওর মুখের দিকে চেয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলে, কি?

স্ক্রুগ জবাব দিলে, না, কিছু না, আমার কেরাণী বব্‌কে দেখতে পেলে দুটো কথা কইতুম—

এর পর ভূত তাকে আরও বহু স্থান ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো। তার যৌবনে, তার প্রৌঢ়ত্বে কত বড়দিন এসেছে, তারই সব ঘটনা নতুন ক'রে ওর চোখের সাম্‌নে যেন ঘট্‌তে লাগল। কত আনন্দ সে পেয়েছে, আরও কত পেতে পারত, কিন্তু সেদিক থেকে সে মুখ ফিরিয়েছে নিজেই, টাকার জন্য পৃথিবীর সব কিছু, সকলকে ত্যাগ করেছে। পৃথিবীর লোকে তার সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার ত করেনি,—সে-ই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে!

ঘোরা শেষ হ'লে ভূত তাকে আবার তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। নিজের ঘরের পরিচিত আসবাব-পত্রের মধ্যে ফিরে এসে স্ক্রুগের দেহ যেন ক্লান্তিতে ভরে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন তার আবার ভাঙ্গল, তখনও যেন মনে হ'ল একটা বাজ্‌ল। সে কি পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে তা' হ'লে? কিন্তু ভূত কৈ? সে দশ মিনিট, পনের মিনিট, আধঘণ্টা অপেক্ষা করল, ভূতের দেখা নাই। স্ক্রুগ যেন কেমন দমে গেল। কিন্তু যখন সে উঠে তার পাশের ঘরে গেল তখন দেখলে যে সেখানে খুব জমকালো পোষাক পরা এক ভূত বসে আছে।

ভূতটা ওকে দেখে বলে উঠ্‌ল, এস এস, ভেতরে এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

ঘরে ঢুকে স্ক্রুগ বললে, তুমি কে ?

সে জবাব দিলে, আমিই বর্ত্তমান বৎসরের বড়দিন।

স্ক্রুগ বললে, কোথায় আমায় নিয়ে যাবে যাও; আমি প্রস্তুত। কাল আমি ঘোর অনিচ্ছায় গিয়েছিলুম কিন্তু আজ আর আমার সে অনিচ্ছা নেই; আজ আমি নিজেই যেতে চাই। পৃথিবীর যে সব ব্যাপারে এতদিন আমি চোখ বুজে ছিলুম, আজ তারই সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার!

ভূত তখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কত রাস্তা কত দোকানপাট দেখিয়ে নিয়েবেড়াতে লাগল। দোকানে দোকানে ভাল ভাল খাবার জিনিষ; প্রত্যেকেই নিজের বাড়ী, নিজের দোকান সাজাবার চেষ্টা করছে। ভাল ভাল কাপড় চোপড় কিনেছে, প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে আসন্ন আনন্দ-উৎসবের চিহ্ন। সেদিন সকলে যেন হিংসা দ্বেষ ভুলে গেছে, কেউ কাউকে কটু কথা বলছেনা, সকলেই চাইছে কি ক'রে পরের মুখে হাসি ফুটবে; এই আনন্দ-দিনে যেন কারুর মুখ বিষণ্ণ না থাকে।

অনেকটা ঘুরে ওরা গেল ববের বাড়ী; সে গরীব মানুষ, তার ছেলে-মেয়েরাও কেউ কেউ চাকরী করে ব'লে অতি কষ্টে সংসার চলে। আজ কিন্তু তারাও সকলে ওরই মধ্যে মুখে হাসি ফুটিয়ে সকলে একত্র হয়েছে উৎসব করার জন্য। ববে'র স্ত্রী কী একটা সামান্য জিনিষ রেঁধেছে তাই তারা সকলে সোনা-মুখ ক'রে খাচ্ছে, তাতেই কত আনন্দ! আর সবচেয়ে

আশ্চর্য্যের কথা, খাবার পরে তারা সকলে মিলে তারই দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা করলে—স্ক্রুগের !

স্ক্রুগের চোখ যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেল স্ক্রুগের ভাগ্‌নের বাড়ী। ভাগ্‌নের বৌ, তাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে একত্র হ'য়ে নানারকম আমোদ উৎসব করছে, কত আনন্দ, কত রকমের চাপল্য। সে দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল স্ক্রুগের, যে তার যেন পরমায়ু অনেকখানি বেড়ে গেল! তারাও, তাদের সেই হাজার রকমের স্ফুর্ত্তির মধ্যে তাদের অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে স্ক্রুগেরও মঙ্গল কামনা করল। স্ক্রুগ বেচারী যে এই সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করছে, তার জন্য ওর ভাগ্‌নে বার বার দুঃখ প্রকাশ ক'রতে লাগল।

স্ক্রুগ আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল! আবার যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন এল তিন নম্বরের ভূত—আগামী 'ক্রিস্‌মাস্' বা 'বড়দিন।'

সে দেখালে স্ক্রুগের ভবিষ্যৎ—

স্ক্রুগ যেন মরে গেছে। তার সেই অতি কষ্টে জমানো টাকা পাঁচ-ভূতে লুটে খাচ্ছে। তার মৃত-দেহ সমাধি দিতে গিয়েও লোকে তাকে গালাগাল দিচ্ছে এবং তখনও তার কী চুরি করা যায় তাই ভাবছে !

স্ক্রুগ দেখে শিউরে উঠ্‌ল। ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন ক'রলে, প্রেতাত্মা, বলো, আমি যদি এখনও ভাল হই, তাহ'লে কি এর পরিবর্ত্তন হবে। আমার এই শোচনীয় অবস্থা থেকে কি মুক্তি পাওয়া সম্ভব ?

প্রেতাত্মা বল্‌লে, দেখ চেষ্টা ক'রে—

তারপর সে মিলিয়ে গেল।

সেদিন স্ক্রুগের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন সকাল হয়েছে। স্ক্রুগের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে হ'ল যেন তার বয়স অনেক কমে গেছে। সকাল বেলা ঘুম-ভাঙ্গায় যে এত আনন্দ, তা সে কোন দিন বুঝতে পারেনি। সে এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চাইলে! চেয়ে চেয়ে তার মনে হ'ল, পৃথিবী বড় সুন্দর—এখানে বেঁচে থেকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করার মত সৌভাগ্য আর নেই।

নীচে দিয়ে একটি ছেলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, খোকা আজ কী তারিখ বল্‌তে পার ভাই ?

এত মিষ্টি ক'রে কথা সে কতদিন বলেনি!

খোকা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, কী আশ্চয্য! আজ যে বড় দিন! Merry Christmas!

বড় দিন! তাই নাকি? তাহ'লে বড়দিন এখনও তার কাটেনি। এখনও উপায় আছে।

সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার বললে, এই খোকা, মোড়ের ঐ খাবারওয়ালাকে একবার ডেকে দিতে পারো? তাহ'লে এই একটা টাকা বকশিশ পাবে।

বলা-বাহুল্য যে ছেলেটি তীর-বেগে ছুটল। খাবারওলা আসতে তাকে টাকা দিয়ে স্ক্রুগ ব'লে দিলে যে সে যেন অনেক খাবার ববের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসে। গাড়ী ক'রেই যেন যায়, নইলে দেরী হ'য়ে যাবে! গাড়ী-ভাড়া ছাড়া আরও বকশিশ স্ক্রুগ তার হাতে দিয়ে দিল।

তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ছেলে-মেয়েরা নতুন কাপড় পরে দলে দলে চলেছে রাস্তা দিয়ে, সে তাদের ডেকে ডেকে Merry Christmas জানাতে লাগল আগের দিন রাত্রে একটি ছেলে তার দোকান-ঘরের জানলা দিয়ে হেঁকে Merry Christmas জানিয়েছিল, সে তাকে দূর্-দূর্ ক'রে তাড়া করেছিল—এ ব্যথা সে ভুলতে পারছে না।

স্ক্রুগ গিয়ে হাজির হ'ল তার ভাগ্নের বাড়ী। গিয়ে বল্‌লে, তোমাদের বাড়ী 'বড়দিন' ক'রতে এলুম হে!

তারা ত প্রথমটা বিশ্বাসই ক'রতে পারে না, তারপর হৈ-হৈ ক'রে ওকে অভ্যর্থনা করলে!...কী আনন্দ, কী ফুর্ত্তি, কোথা দিয়ে সারাদিন যে কেটে গেল সে টেরই পেলে না!

পরের দিন ববের দোকানে আসতে মিনিট-পনের দেরী

হ'য়ে গেল। ভয়ে ভয়ে দোকানে ঢুকতেই স্ক্রুগ গম্ভীর মেজাজে প্রশ্ন করলে, এত দেরী ক'রে এলে যে?

বব মিনতি ক'রে বললে, একটা দিন একটু দেরী হ'য়ে গেছে, কাল শুতে বড্ড রাত হ'য়ে গিয়েছিল কিনা! এই-বারটি মাপ করুন।

স্ক্রুগ ভুরু কুঁচকে বললে, শোন! এদিকে এস!

বব ভাবলে যে তার চাকরী গেল। সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, আর কখনও এমন হবে না, এইবারটি শুধু মাপ করুন।

সে কাছে আসতে স্ক্রুগ সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বললে, আজ থেকে তোমাকে ও মাইনের চাকরী আর ক'রতে হবে না! তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলুম!

ব'লেই সে তার পেটে একটা খোঁচা মেরে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল!

কথাটা বিশ্বাস ক'রতে ববের অনেকক্ষণ সময় লাগ্‌ল!

"শেষ"